চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস
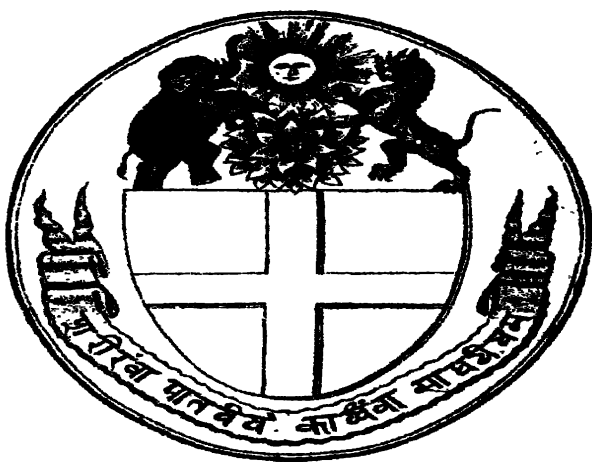
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৪'০—১।১২।১৯৪০

ভূমিকা

যদি নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের দিক্ দিয়া প্রতিভার বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বাংলা-সাহিত্যে মধুসূদনকে শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শুধু ব্ল্যাঙ্ক ভার্স বা অমিত্রাক্ষর ছন্দই নয়, মধুসূদন বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় পদ্ধতিতে গীতি-কবিতা, মহাকাব্য, প্রহসন ও নাটকেরও আদি-প্রবর্ত্তক। ইতালীয় কবিদের "Heroic Epistles"এর ধরণে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' পত্রচ্ছলে কাব্যরচনার যে রীতি মধুসূদন অনুসরণ করিয়াছেন, বাংলা ভাষায় তাহাও নূতন; 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' তিনি রাধা-কৃষ্ণের বৈষ্ণবী প্রেমকে সম্পূর্ণ নূতন আধুনিক রূপ দিয়াছেন। "রসাল ও স্বর্ণলতিকা"-জাতীয় "নীতিগর্ভ কাব্যে"র তিনিই আদি-জনয়িতা এবং তাঁহার 'হেক্টর-বধ' বাংলা-গদ্যের একটি নূতন বিশিষ্ট রূপ।

বাংলা কাব্যে সনেটও মধুসূদনের একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার; "চতুর্দ্দশপদী" নামও তাঁহারই দেওয়া। তাঁহার জীবন-চরিতগুলি হইতে এ বিষয়ে যতটুকু তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দুই সর্গ রচনা সমাপ্ত হইয়াছে, কবি তৃতীয় সর্গে হাত দিয়াছেন; 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনাও সমাপ্ত হইয়াছে (৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৬০)। এই সময়ে এক রবিবারে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এইরূপ—

> ...I want to introduce the sonnet into our language and, some morning ago, made the following :—[আমি আমাদের মাতৃভাষায় সনেটের প্রবর্ত্তন করিতে চাই, এবং কয়েক দিন আগে এক সকালে এইটি রচনা করিয়াছি :—]

কবি-মাতৃভাষা।

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,

অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?*

What say you to this my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

[এ বিষয়ে তোমার কি মত, বন্ধু! আমি মনে করি, যদি প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা ইহার অনুশীলন করেন তাহা হইলে আমাদের সনেট একদিন ইতালীয় সনেটের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিবে।]

এই পত্র হইতেই জানা যায়, মধুসূদন এই সময়ে ইতালীয় ভাষার চর্চ্চা করিতেছিলেন; কবি তাসোর (Tasso) মূল কাব্য পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর অনেক দিন সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা স্থগিত থাকে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন 'ক্যাণ্ডিয়া' জাহাজ-যোগে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের "ভর্‌সেল্‌স"-এ (Versailles) অবস্থান কালে আবার তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। ঐ বৎসরের ২৬ জানুয়ারি তারিখে তিনি গৌরদাস বসাককে যে পত্র লেখেন, তাহাতে আছে—

You again date your letter from "Bagirhat" Is this "Bagirhat" on the bank of my own native river? I have been lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some

* এই প্রথম সনেটটিই পরবর্ত্তী কালে সুবিখ্যাত "বঙ্গভাষা" (৩ নং) কবিতায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। মাত্র চারি বৎসরে মধুসূদনের ভাষার ও ভাবের প্রসার লক্ষ্য করিবার মত।

"sonnets" after his manner. There is one addressed to this very river কবতক্ষ। I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jatindra and Rajnarain and let me know what they think of them. I dare say the sonnet "চতুর্দ্দশ-পদী" will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third ; I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্র রায় never had such an *elegant* compliment paid to him. There's variety for you, my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up.

[তোমার পত্রের শিরোনামায় পুনরায় বাগেরহাটের উল্লেখ দেখিতেছি। আমার জন্মভূমির নদীর তীরে যে বাগেরহাট, এ বাগেরহাট কি সেই? আমি সম্প্রতি ইতালীয় কবি পেত্রার্কার কাব্য পাঠ করিতেছিলাম—তাঁহার ধরণে কয়েকটি সনেট লিখিয়া ফেলিয়াছি। এই কবতক্ষকে সম্বোধন করিয়াই একটি সনেট লিখিত। এটি এবং সঙ্গে আর একটি সনেট পাঠাইলাম; শেষেরটির অনুবাদ কয়েকজন ইউরোপীয় বন্ধুকে শুনাইয়াছিলাম, তাঁহাদের এটি অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে। ভরসা করিয়া বলিতে পারি, তোমারও ভাল লাগিবে। দোহাই তোমার, এগুলির নকল যতীন্দ্র ও রাজনারায়ণকে পাঠাইবে এবং তাঁহাদের মতামত আমাকে জানাইবে। আমাদের ভাষায় চতুর্দ্দশপদী কবিতা যে ভাল ভাবেই চলিবে এ কথা বলিবার সাহস আমার আছে। শীঘ্রই এক খণ্ড পুস্তকে এগুলি প্রকাশ করিবার মতলব আছে। তিন নম্বরের একটি কবিতাও পাঠাইতেছি; মৃত্যুর পরে আজ পর্য্যন্ত ভারতচন্দ্র রায়কে এমন মাজ্জিত প্রশংসাবাদ কেহ করে নাই—এ আত্মপ্রশংসা আমার প্রাপ্য। এগুলি বন্ধু, তোমার কাছে নূতন ঠেকিবে। আমার ইচ্ছা রাজেন্দ্রও এগুলি দেখেন, তাঁহার বিচার-বুদ্ধির উপর আমার আস্থা আছে। এই নূতন পদ্ধতির কাব্য সম্বন্ধে তোমাদের সকলের মতামত আমাকে জানাইবে। ভাই, আমার নিজের বিশ্বাস আমাদের ভাষা অতি মনোহারী, প্রতিভাশালী ব্যক্তির হাতে ইহা মাজ্জিত হইবার অপেক্ষা করিতেছে মাত্র।]

গৌরদাস বসাক মধুসূদন-প্রেরিত সনেটগুলি তাঁহার নির্দ্দেশমত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে দেখিতে দেন। ২১ মার্চ

(১৮৬৫) তারিখে গৌরদাসবাবুকে লেখা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি পত্র হইতে জানা যায় যে, মধুসূদন তাঁহার পত্রে তিনটির উল্লেখ করিলেও মোট চারিটি সনেট পাঠাইয়াছিলেন। সনেট চারিটি যথাক্রমে এইরূপ—অন্নপূর্ণার ঝাঁপি (৫ নং), জয়দেব (৮ নং), সায়ংকাল (২১ নং), কবতক্ষ নদ (৩৪ নং)। যতীন্দ্রমোহনের পত্র অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি:—

I have perused the four sonnets with attention and I should think they are fully worthy of our poet's pen. Of the four I give greater preference to two. I mean the one addressed to Jaidev and the other describing Evening. The ideas of the latter tho' perhaps not quite original are wholly new in the Bengallee and his adaptations are so peculiarly happy that they almost deserve the credit of originality. Our poet takes nothing but what he is sure to improve and ideas and sentiments however foreign assume a natural grace and beauty when they pass thro' his crucible. The third sonnet is full of tender feelings but I think it has not the simplicity and ease which characterize the other two. As desired I have handed over all the four sonnets together with Michael's letter to our friend Rajender and I dare say he will be glad to give them a place in his Periodical.

[সনেট চারিটি আমি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি এবং আমার বিবেচনায় সেগুলি আমাদের কবির লেখনীর সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রাখিয়াছে। চারিটির মধ্যে দুইটি আমার বেশী ভাল লাগিয়াছে—জয়দেবকে সম্বোধন করিয়া লিখিত সনেটটি এবং সায়ংকালের বর্ণনা সম্বলিত সনেটটি। শেষেরটির ভাব যদিও সম্পূর্ণ মৌলিক নয় তথাপি বাংলা ভাষায় একেবারে নূতন; এবং মধুসূদন এমন আশ্চর্য্য চমৎকার ভাবে মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন যে কবিতাটি প্রায় মৌলিক কবিতার গৌরব লাভ করিয়াছে। আমাদের কবি যেখান হইতে যাহাই গ্রহণ করুন না কেন, তাঁহার হাতে গৃহীত বস্তু উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং ভাব ও অনুভূতি যত বিদেশীই হউক তাঁহার রচনা-কটাহে পড়িলে সকলই স্বাভাবিক মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করে। তৃতীয় সনেটটি যদিও কমনীয় ভাবে ভরা তথাপি আমার মনে হয় এটি অন্য দুইটির মত সহজ ও প্রাঞ্জল হইয়া উঠে নাই। আপনার নির্দ্দেশ-মত আমি সনেট চারিটি মাইকেলের পত্র সহ আমাদের বন্ধু রাজেন্দ্রকে দিয়াছি; ভরসা করি তিনি খুশী হইয়াই তাঁহার পত্রিকায় সেগুলিকে স্থান দিবেন।]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'রহস্য-সন্দর্ভ'* পত্রিকায় (১৯২১ সংবৎ, ২ পর্ব্ব, ২১ খণ্ড, পৃ. ১৩৬) তন্মধ্যে দুইটি সনেট মুদ্রিত করেন— "কবতক্ষ নদ" ও "সায়ঙ্কাল"। ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

চতুর্দ্দশপদী কবিতা।

নিম্নস্থ চতুর্দ্দশপদী কবিতাদ্বয় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তকর্ত্তৃক প্রণীত। উক্ত মহোদয়ের শর্ম্মিষ্ঠা তিলোত্তমা মেঘনাদাদি কাব্য বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঙ্গালা মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত। অপর কবিবর কেবল উত্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত নহে। তাঁহাকর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াও তিনি এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার এই অভিনব কবিতা তাঁহার কবিত্ব-মার্ত্তণ্ডের অনুপযুক্ত অংশু নহে।

অতি অল্প কালের মধ্যে মধুসূদন "ভর্‌সেল্‌স" নগরে বসিয়াই শতাধিক সনেট রচনা করেন এবং তাঁহার প্রকাশক কলিকাতার ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ প্রেসের স্বত্বাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানীকে সেগুলি পাঠাইয়া দেন। ঐ সঙ্গে আরও কয়েকটি অসমাপ্ত কাব্য ছিল। প্রকাশক এগুলি সমস্তই ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণ পুস্তকের আখ্যাপত্র এইরূপ ছিল—

চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলি। / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। /† কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে / মুদ্রিত। / সন ১২৭৩ সাল, ইংরাজী ১৮৬৬। /

পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৲+১২২। প্রথম সংস্করণে এই পুস্তকের তিনটি ভাগ ছিল—(১) উপক্রম, (২) চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলি, (৩) অসমাপ্ত কাব্যাবলি। "উপক্রম" ভাগে লিথোপ্রেসে ছাপা মধুসূদনের

* নগেন্দ্রনাথ সোম ভ্রমক্রমে 'মধুস্মৃতি'তে (পৃ. ৩৯৬) 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র নাম করিয়াছেন। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

† আখ্যাপত্রের এইখানে যে সীলটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার প্রতিলিপি বর্ত্তমান সংস্করণের আখ্যা-পত্রেও দেওয়া হইল।

স্বহস্তাক্ষরে দুইটি সনেট (বর্ত্তমান সংস্করণের ১-২); "চতুর্দশপদী কবিতাবলি" অংশে ১০০টি সনেট (বর্ত্তমান সংস্করণের ৩-১০২) এবং "অসমাপ্ত কাব্যাবলি"তে নিম্নলিখিত খণ্ডিত কবিতাগুলি ছিল: ১। সুভদ্রা-হরণ। ২। তিলোত্তমা-সম্ভব। ৩। নীতিগর্ভ কাব্য—(ক) ময়ূর ও গৌরী, (খ) কাক ও শৃগালী, (গ) রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা। পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে "উপক্রম" ও "চতুর্দশপদী কবিতাবলি" অংশ একত্র হইয়াছে এবং "অসমাপ্ত কাব্যাবলি" অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'মধুসূদন-গ্রন্থাবলী'তে এই পরিত্যক্ত অংশ "বিবিধ" খণ্ডে মুদ্রিত হইবে। "অসমাপ্ত কাব্যাবলি" সম্বন্ধে প্রকাশকের (ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং) মন্তব্য "পাঠভেদ" অংশে দ্রষ্টব্য।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের শেষ কাব্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত মনের কাব্য। চৌদ্দ পংক্তি এবং চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার স্বভাবতঃ উচ্ছ্বাসপ্রবণ মন অনেকখানি সংযত হইতে বাধ্য হইয়াছে। সনেটের কঠোর ও দৃঢ় গঠন-গুণে অল্প পরিধির মধ্যে একটি ভাবকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্য কবিকে ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ থাকিতে হইয়াছে। মিলের বন্ধনও ভাষা-গঠনে সবিশেষ সহায়ক হইয়াছে। ফলে মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদীর অনেক পংক্তি আজ প্রবাদ-বাক্য হইতে পারিয়াছে। এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তনে মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সম্মুখে স্বদেশীয় কোনও আদর্শ ছিল না; ভাঙাগড়ার কাজ তাঁহাকে নিজ জ্ঞানবুদ্ধি ও দুঃসাহস মত করিতে হইয়াছে।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে আর একটি লক্ষণীয় বিষয়—মধুসূদনের অপূর্ব্ব দেশপ্রেম। ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করিয়া মাতৃভূমি বাংলা দেশের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভালবাসা এই সনেট কয়টিতে ওতঃপ্রোত হইয়া আছে। এই প্রেমের তুলনা বাংলা-সাহিত্যেও দুর্লভ। এই পুস্তকের ১০২টি সনেটের মধ্যে বৈদেশিক ব্যক্তি ও বিষয় লইয়া লিখিত (৪৩, ৮২, ৮৩, ৮৪ ও ৮৫ নং) ৫টিকে বাদ দিলে বাকী প্রায় সকলগুলিই স্বদেশীয়

বিষয় এবং স্বদেশীয় প্রকৃতির বর্ণনাসম্বলিত। এগুলিতে মধুসূদনের অসামান্য কবি-হৃদয়ের পরিচয় নিহিত আছে। শুধু প্রকৃতি-বর্ণনাই নয়, তাঁহার সমগ্র জীবনের রূঢ় বাস্তব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নানা আকারে এগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষকে, বাংলা দেশকে, ভারতের এবং বঙ্গদেশের কবি ও মনস্বী ব্যক্তিগণকে তিনি কত শ্রদ্ধা করিতেন তাহার প্রকাশেই 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' সমৃদ্ধ নয়—দেশের "বউ কথা কও" পাখী, "বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির", "শ্মশান", "কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা" প্রভৃতি সাধারণ বস্তু ও বিষয়ের স্মৃতিও তাঁহার কল্পনাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার প্রত্যেকটিই সুদূর প্রবাসে ফ্রান্সের একটি প্রসিদ্ধ নগরে বসিয়া লেখা—সেখানে তাঁহার আশেপাশে চতুর্দ্দিকে বিজাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবাধ বিস্তার এবং বিপুল সমৃদ্ধির চমকপ্রদ প্রকাশ! ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি নিজের চিরজীবনের গভীর আকর্ষণ ও ঐকান্তিক প্রবণতা সত্ত্বেও তিনি সেই সভ্যতার মাঝখানে বসিয়া দেশের নদী, নদীতীরের বটবৃক্ষ, ঈশ্বরী পাটনী এবং অন্নপূর্ণার ঝাঁপিটিকে ভুলিতে পারেন নাই। মধুসূদনের কবি-জীবনের অসাধারণ মহত্ত্ব এইখানে। 'জীবন-চরিত'-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সত্যই লিখিয়াছেন—

> মধুসূদনের কবিশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে, যেমন তাঁহার মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা পাঠ করা আবশ্যক, মধুসূদনকে জানিতে হইলে, তেমনই তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করিবার প্রয়োজন। (৩য় সংস্করণ, পৃ. ৫৮৩)

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হইলে মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'রহস্য-সন্দর্ভে' (৩ পর্ব্ব, ৩৪ খণ্ড, পৃ. ১৬০) তাহার যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কবিতাগুলিতে স্বাজাত্যবোধ ও দেশপ্রেমের প্রকাশ দেখিয়া সেকালে মধুসূদনের বাল্য সহপাঠীরাও কিরূপ বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন, তাহার আভাস আছে। সেই দুষ্প্রাপ্য আলোচনাটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> যে সকল ব্যক্তি "ওলো লো মালিনীর" রুণুঝুনু শব্দঝঙ্কারে মুগ্ধ হন ও অনুপ্রাসই কবিতার সার বলিয়া কৃতনিশ্চয় আছেন তাঁহাদের নিকট এই নূতন গ্রন্থ খানি কোন মতে

সমাদৃত হইবে না। পরন্তু যাঁহারা উৎকৃষ্ট প্রসঙ্গ, অলৌকিক কল্পনা শক্তি, চমৎকার লক্ষণা, প্রাঞ্জল রচনা ও প্রকৃষ্ট ওজোগুণ বিশিষ্ট বাক্যে মনের আনন্দ সাধন করিতে পারেন, যাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে কবিতার মূলই সদ্ভাব, এবং তদভাবে সহস্র অনুপ্রাসও চিত্তের প্রকৃত অনুমোদন করিতে পারে না, যাঁহারা রচনার অলঙ্কারকে অলঙ্কার বলিয়া জানেন, তাহাই প্রধান পদার্থ মনে করেন না, তাঁহাদিগের নিকট দত্তজার এই নূতন গ্রন্থ অবশ্যই উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে। এই গ্রন্থরূপ উপহার প্রাপ্তিতে আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি, যেহেতু ইহার দৃষ্টে আমাদিগের এই হৃদয়ঙ্গম হইল যে নব্য যুবকগণ অনেকেই ইংরাজির নবানুরাগে মত্ত হইয়া বাঙ্গালীর অবহেলা করিলেও আমাদিগের প্রকৃত সদ্বিদ্বানেরা মাতৃভাষার কদাপি অবহেলা করিবেন না, এবং তাঁহাদের প্রযত্নে তাহা চিরকাল সালঙ্কৃতা ও সমাদৃতা থাকিবেক। শ্রীযুক্ত দত্তজ ইউরোপীয় নানা ভাষায় প্রবীণ। ইংরাজী লাটিন ও গ্রীক্ ভাষায় তেঁহ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদ্ভিন্ন করাসী ইতালীয় ও জর্ম্মণ ভাষা প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ। তেঁহ দেশীয় পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিরক্ত হইয়া তাহার বিসর্জ্জনপূর্ব্বক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রহণ করেন, ও ইউরোপীয় রমণীর পাণিপীড়ন করেন; অধিকন্তু প্রাপ্তযৌবনে তিনি বিষয়ানুরোধে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশে বহুকাল যাপন করেন, পরে ইউরোপীয় ব্যবহার শাস্ত্রের প্রকৃষ্টরূপে অধ্যয়নার্থে কএক বৎসরাবধি স্বদেশ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিভিন্ন বর্গে দিনপাত করিতেছেন, তত্রাপি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তিনি মাতৃভাষা বিস্মৃত হয়েন নাই; প্রত্যুত ফ্রান্স্ দেশের বার্সেল্স্ নগরে মাতৃভাষাতেই আপন গূঢ় ভাবসকল সঙ্কীর্ত্তিত করিতেছেন, এবং বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহারই কএকটী গীত সমাহৃত হইয়াছে। মাতৃভাষার বলবত্তা-বিষয়ে এতদপেক্ষায় প্রবল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া ভার। পরন্তু ইহাও স্মর্ত্তব্য যে দত্তজ বাল্যকালে বাঙ্গালীভাষা শিক্ষায় তাদৃশ বিশেষ অনুধাবন করেন নাই, ও কার্য্যরোধে যৌবনের মুখ্যাংশ ইংরাজীর অনুশীলনে বিনিয়োগ করেন, তথা প্রবাসে বাস, তথাকার প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালী নহে, ও গৃহ মধ্যে ইংরাজী সহধর্ম্মিণী থাকায় পুত্র কলত্রের সহিতও বাঙ্গালী ভাষায় কথোপকথন করিতে হয় না, তথাপি বাঙ্গালী কবিতা-রচনে তাঁহার যে প্রকার ক্ষমতা তাদৃশ আর কাহার দৃষ্ট হয় নাই; এ ঘটনা প্রকৃত আধিদৈবিক শক্তি না থাকিলে কদাপি সম্ভবে না। ফলে অধুনা বাঙ্গালী কবির মধ্যে দত্তজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ কথা বলিলে, বোধ হয়, কেহই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন না। যাঁহারা দত্তজার মেঘনাদ বধ, তিলোত্তমাসম্ভব, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন ও তদ্‌গ্রন্থের রসানুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক রাখে না অন্যের নিমিত্ত আমরা প্রস্তাবিত কবিতাবলির উল্লেখ করিলাম তৎ পাঠে অনেকে আমাদিগের সহিত এক মত হইবেন সন্দেহ নাই।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকে "প্রকাশক-দিগের বিজ্ঞাপনে" কয়েকটি কবিতার যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এ যুগের পাঠক তাহা পড়িলে কৌতুক বোধ করিবেন। আমরা কৌতূহলী পাঠকদের অবগতির জন্য এই অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

চতুর্দ্দশপদীর ৮০ সংখ্যক কবিতাটী [বর্ত্তমান সংস্করণে ৮২] গ্রন্থকার ইটালীর অধিপতি ভিক্টর ইমানুয়েলকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। ইটালীশ্বর স্বীয় প্রধান মন্ত্রীকে দিয়া দত্তজ মহাশয়কে এক প্রশংসাসূচক উত্তর লিখিয়া পাঠান। এই কবিতা ইটালীদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি দান্তের উপর লিখিত হয়। ইনি ফ্লরেন্স নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩০০ খৃঃ অব্দে উক্ত নগরের একজন প্রধান মাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইয়া কোন সম্প্রদায় বিশেষের বিরোধে লিপ্ত থাকাতে তিনি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হন। নির্ব্বাসিতাবস্থায় ল' কমেডিয়ান নামে জগদ্বিখ্যাত কাব্য ইটালি ভাষায় রচনা করেন। এই কাব্যে স্বর্গ ও নরকের বিষয় অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। এরূপ অনুমান করা হয় যে, কবিগুরু দান্তে ভার্জিলের সমভিব্যাহারে নরকে প্রবেশ করিয়া পাপিদিগের যন্ত্রণা ভোগ বর্ণনা করেন। তিনি লাটিন ভাষায় আর কতকগুলি কাব্য লিখিয়া আপন যশ আরো বিস্তীর্ণ করেন। ১৮৩০ সালে ফ্লরেন্স নগরে তাঁহার স্মরণার্থে একটী সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়।

৮১ সংখ্যক [ম. গ্র—৮৩] কবিতাটী পণ্ডিতবর গোল্‌ডষ্টুকরকে লিখিত হয়। ইনি জর্ম্মাণি দেশ-নিবাসী সংস্কৃত ভাষায় এক জন মহাপণ্ডিত এবং বোডিন কালেজে উক্ত ভাষার প্রধান অধ্যাপক। কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ সংশোধনপূর্ব্বক পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়াছেন, বিশেষতঃ সুবিখ্যাত উইলসন্ সাহেবকৃত সংস্কৃত অভিধানের সংশোধন ও পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রায় দশ বৎসর হইল এই কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন, অদ্যাপিও স্বরবর্ণের আদ্যক্ষর "অ" শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে অধুনা সংস্কৃত ভাষার উন্নতি-সাধন বিষয়ক "সংস্কৃত টেক্সট সোসাইটী" নামে যে এক সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে ইনি তাহারও একজন প্রধান সম্পাদক।

৮২ সংখ্যক [ম. গ্র—৮৪] কবিতাটী আল্‌ফ্রেড্ টেনিসনের উপর লিখিত। ইনি ইংলণ্ড দেশীয় ইদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি প্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করিয়া আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। ইনি অদ্যাপি জীবিত আছেন।

ভিক্টর হ্যুগো ফ্রান্সদেশীয় ইদানীন্তন অতি প্রসিদ্ধ কবি। ১৮০২ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, পরে অনেক গুলি কাব্য, নাটক এবং উপন্যাস লিখিয়া এই জগন্মণ্ডলে বিস্তর যশঃ বিস্তার করিয়াছেন।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হইবার পরেও মধুসূদন কয়েকটি সনেট রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়ার সংবাদে একটি, পরেশনাথ পাহাড়ের উপর একটি, "পুরুলিয়া মণ্ডলীর প্রতি" একটি, "কবির ধর্ম্মপুত্র" একটি, "পঞ্চকোট গিরি" একটি, "পঞ্চকোটস্থ রাজ্যশ্রী" একটি এবং ঢাকা নগরীর উপর একটি—মোট এই সাতটি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা ও অন্যান্য উৎস হইতে 'মধু-স্মৃতি'-প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁহার পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। এই কবিতাগুলি আমাদের "বিবিধ" খণ্ডে মুদ্রিত হইবে।

কবিতাগুলির দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মন্তব্য পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

মধুসূদনের জীবিতকালে প্রকাশিত দুইটি সংস্করণেই মুদ্রাকর-প্রমাদ-বশতঃ দুই এক স্থলে ছন্দপতন ও অর্থ-অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, পরিশিষ্টে সেগুলিও প্রদর্শিত হইল।

নির্ঘণ্ট পত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

১

উপক্রম

যথা বিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে,
কহে, যোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে ;—
সেই আমি, ডুবি পূর্ব্বে ভারত-সাগরে,
তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা যৌবনে ;—
কবি-গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল, কেমনে
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র, লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র-নন্দনে ;—
কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে ;)—
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রামে ;
সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি !—

২

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ;—

সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরার্কা কবি ; বাক্‌দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে ॥

ফরাসীস দেশস্থ ভরসেলস্ নগরে।
১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

৩

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবলে, ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,

এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !”
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

৪

কমলে কামিনী

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে
কালিদহে। বসি বামা শতদল-দলে
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে
মনোহরা।) বাম করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।—
কার না ভোলে রে মনঃ, এ হেন ছলনে !
কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে ?—
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥

৫

অন্নপূর্ণার ঝাঁপি

মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি,
পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে
অন্নদা ! বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী,
অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।—
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি,
রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে
রাজলক্ষ্মী ; ধন-স্রোতে তব ভাগ্যতরি
ভাসিবে অনেক দিন, জননীর বরে।
কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে ;
চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল ;
তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে ?
তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি—অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে ॥

৬

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি ;—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)

সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্॥

৭

কৃত্তিবাস

জনক জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা !—কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে ! আপনি ভারতী,
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পূর্ব্ব-জনমের তব স্মরি হে ভকতি !
পবন-নন্দন হনূ, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী ;—
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি !

৮

জয়দেব

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখীপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত ধড়া গলে
নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী ঘনে !
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে !
ভুলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,—
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে,—
বহিবে সমীর ধীরে সুস্বর-লহরী,—
মৃদুতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে ! আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী ?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে ?

৯

কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি !
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে ?
শুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী,
সৃজি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
তোমায় ; অমৃত রসে রসনা সিকতি,

আপনার স্বর্ণ বীণা অরপিলা করে !—
সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ, মহামতি ?
মিথ্যা বা কি বলে বলি ! শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে !)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে ;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি !) হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে,
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে !

১০

মেঘদূত

কামী যক্ষ দগ্ধ, মেঘ, বিরহ-দহনে,
দূত-পদে বরি পূর্ব্বে, তোমায় সাধিল
বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে,
যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ছিল।
কত যে মিনতি কথা কাতরে কহিল
তব পদতলে সে, তা পড়ে কি হে মনে ?
জানি আমি, তুষ্ট হয়ে তার সে সাধনে
প্রদানিলা তুমি তারে যা কিছু যাচিল ;
তেঁই গো প্রবাসে আজি এই ভিক্ষা করি ;-
দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি
বিরাজে, হে মেঘরাজ, যথা সে যুবতী,
অধীর এ হিয়া, হায়, যার রূপ স্মরি !
কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
মৃদু নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি !

১১

গরুড়ের বেগে, মেঘ, উড় শুভক্ষণে।
সাগরের জলে সুখে দেখিবে, সুমতি,
ইন্দ্র-ধনুঃ-চূড়া শিরে ও শ্যাম মূরতি,
ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনা-দর্পণে
হেরেন বরাঙ্গ, যাহে মজি ব্রজাঙ্গনে
দেয় জলাঞ্জলি লাজে! যদি রোধে গতি
তোমার, পর্ব্বত-বৃন্দ, মন্দ্রি ভীম স্বনে
বারি-ধারা-রূপ বাণে বিঁধো, মেঘপতি,
তা সকলে, বীর তুমি; কারে ডর রণে?
এ দূর গমনে যদি হও ক্লান্ত কভু,
কামীর দোহাই দিয়া ডেকো গো পবনে
বহিতে তোমার ভার। শোভিবে, হে প্রভু,
খগেন্দ্রে উপেন্দ্র-সম, তুমি সে বাহনে!—
কৌস্তুভের রূপে পরো—তড়িত-রতনে॥

১২

"বউ কথা কও"

কি দুখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে
বসি, বউ কথা কও, কও এ কাননে?—
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে,
পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে?
তেঁই সাধ তারে তুমি মিনতি-বচনে?
তেঁই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে?

বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে,—
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে ?
সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুকতি ;
(শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে)
পবনের বেগে যাও যথায় যুবতী ;
"ক্ষম, প্রিয়ে," এই বলি পড় গিয়া পায়ে !—
কভু দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্ষুণ্ণ-মতি,
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে ॥

১৩

পরিচয়

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে,
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস উর্দ্ধ কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে
(স্বচ্ছ দরপণ !) হেরি ভীষণ মূরতি ;—
যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত কাননে ;—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী ;—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে ;—
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে !

১৪

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি,
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বৃথা সংশয় কেন ? কুসুম-মঞ্জরী
মদনের কুঞ্জে তুমি। কভু পিক-রবে
তব গুণ গায় কবি ; কভু রূপ ধরি
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি,
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে !
কামের নিকুঞ্জ এই ! কত যে কি ফলে,
হে রসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে !
সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে এ স্থলে,
কদম্ব, বিম্বিকা, রম্ভা, চম্পকের সনে !
সাপিনীরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে
কোকিল ; কুরঙ্গ গেছে রাখি দু-নয়নে !

১৫

যশের মন্দির

সুবর্ণ দেউল আমি দেখিনু স্বপনে
অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ শিরে ! সে শৃঙ্গের তলে,
বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে,
বহুবিধ রোধে রুদ্ধ উর্দ্ধগামী জনে !
তবুও উঠিতে তথা—সে দুর্গম স্থলে—
করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি মনে

বহু প্রাণী। বহু প্রাণী কাঁদিছে বিকলে,
না পারি লভিতে যত্নে সে রত্ন-ভবনে।
ব্যথিল হৃদয় মোর দেখি তা সবারে।—
শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী,
মৃদু হাসি ; "ওরে বাছা, না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে ?
যশের মন্দির ওই ; ওথা যার গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে !"

১৬

কবি

কে কবি—কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী ? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে ;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে !

১৭

দেব-দোল

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুঞ্জ-বনে,
ভেবো না গুঞ্জরে অলি চুম্বি ফুলাধরে ;
ভেবো না গাইছে পিক কল কুহরণে,
তুষিতে প্রত্যূষে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে !
দেখ, মীলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে,
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্বল-অম্বরে,—
আসিছেন সবে হেথা—এই দোলাসনে–
পূজিতে রাখালরাজ—রাধা-মনোহরে !
স্বর্গীয় বাজনা ওই ! পিককুল কবে,
কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি ?
কিন্নরের বীণা-তান অপ্সরার রবে !
আনন্দে কুসুম-সাজ ধরেন ধরণী,—
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে
বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র পবন আপনি !

১৮

শ্রীপঞ্চমী

নহে দিন দূর, দেবি, যবে ভূভারতে
বিসর্জ্জিবে ভূভারত, বিস্মৃতির জলে,
ও তব ধবল মূর্ত্তি সুদল কমলে ;—
কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে !
মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে

সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে
কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে !
কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে
পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে
দশ দিশে, যত দিন এ মর ভবনে
মনঃ-পদ্ম ফোটে, পূজা, তুমি, মা, পাইবে !—
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে ?

১৭

কবিতা

অন্ধ যে, কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে
নলিনী ? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে ?
কি কাক, কি পিকধ্বনি,—সম-ভাব তার !
মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন !—দয়া করি নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নর-নগরে।—
দুর্ম্মতি সে জন, যার মনঃ নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে ! হায়, সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণপদ্ম, পদ্মবাসিনি ভারতি !
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর মিনতি।

২০

আশ্বিন মাস

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভকতের ঘরে ;
বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী, স্বর্ণবীণা করে ;
শিখীপৃষ্ঠে শিখীধ্বজ, যাঁর শরে হত
তারক—অসুরশ্রেষ্ঠ ; গণ-দল যত,
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে
করি-শিরঃ ;—আদিব্রহ্ম বেদের বচনে।
এক পদ্মে শতদল ! শত রূপবতী—
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্রে গগনে !—
কি আনন্দ ! পূর্ব্ব কথা কেন কয়ে, স্মৃতি,
আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে ?—
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি ?

২১

সায়ংকাল

চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে !—
কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী ?
অতি-ত্বরা গড়ি ধনী দৈব-মায়া-বলে

বহুবিধ অলঙ্কার পরিবে লো হাসি,—
কনক-কঙ্কণ হাতে, স্বর্ণ-মালা গলে !
সাজাইবে গজ, বাজী ; পর্ব্বতের শিরে
সুবর্ণ কিরীট দিবে ; বহাবে অম্বরে
নদস্রোতঃ, উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে !
সুবর্ণের গাছ রোপি, শাখার উপরে
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে !—এ বাজী করি রে
শুভ ক্ষণে দিনকর কর-দান করে !

২২

সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে ?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির ? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে ?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু ? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ব্বরী ?
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে ?
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে,—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে !

২৩

নিশা

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি !—সুহাস-মুখে সরসীর জলে,
চন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে।
কত যে কি কহিতেছে মধুর স্বননে
পবন—বনের কবি, ফুল্ল ফুল-দলে,
বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে ? নারিবে কেমনে,
প্রেম-ফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মণ্ডলে ?
এ হৃদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে,—
চন্দ্রিমার রূপে এতে তোমার মূরতি !
কাল বলি অবহেলা, প্রেয়সি, যে করে
নিশায়, আমার মতে সে বড় দুর্ম্মতি।
হেন সুবাসিত শ্বাস, হাস স্নিগ্ধ করে
যার, সে কি কভু মন্দ, ওলো রসবতি ?

২৪

নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির

রাজসূয়-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে
রতন-মুকুট শিরে ; আসিছে সঘনে
অগণ্য জোনাকীব্রজ, এই তরুতলে
পূজিতে রজনী-যোগে বৃষভ-বাহনে।
ধূপরূপ পরিমল অদূর কাননে
পেয়ে, বহিতেছে তাহে হেথা কুতূহলে

মলয় ; কৌমুদী, দেখ, রজত-চরণে
বীচি-রব-রূপ পরি নূপুর, চঞ্চলে
নাচিছে ; আচার্য্য-রূপে এই তরু-পতি
উচ্চারিছে বীজমন্ত্র। নীরবে অম্বরে,
তারাদলে তারানাথ করেন প্রণতি
(বোধ হয়) আরাধিয়া দেবেশ শঙ্করে !
তুমিও, লো কল্লোলিনি, মহাব্রতে ব্রতী,—
সাজায়েছ, দিব্য সাজে, বর-কলেবরে !

২৫

ছায়াপথ

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে, কহ, কৃপা করি,
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে,
এ পথ,—উজ্জ্বল কোটি মণির কিরণে ?
এ সুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী সুন্দরী
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে
মহেন্দ্রে,—সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী,
মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারা-গণে—
সৌন্দর্য্যে ?—এ কথা দাসে কহ, বিভাবরি !
রাণী তুমি ; নীচ আমি ; তেঁই ভয় করে,
অনুচিত বিবেচনা পার করিবারে
আলাপ আমার সাথে ; পবন-কিঙ্করে,—
ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে,
দেও কয়ে ; কহিবে সে কানে, মৃদুস্বরে,
যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে !

২৬

কুসুমে কীট

কি পাপে, কহ তা মোরে, লো বন-সুন্দরি,
কোমল হৃদয়ে তব পশিল,—কি পাপে—
এ বিষম যমদূত ? কাঁদে মনে করি
পরাণ যাতনা তব ; কত যে কি তাপে
পোড়ায় দুরন্ত তোমা, বিষদন্তে হরি
বিরাম দিবস নিশি ! মৃদে কি বিলাপে
এ তোমার দুখ দেখি সখী মধুকরী,
উড়ি পড়ি তব গলে যবে লো সে কাঁপে ?
বিষাদে মলয় কি লো, কহ, সুবদনে,
নিশ্বাসে তোমার ক্লেশে, যবে লো সে আসে
যাচিতে তোমার কাছে পরিমল-ধনে ?
কানন-চন্দ্রিমা তুমি কেন রাহু-গ্রাসে ?
মনস্তাপ-রূপে রিপু, হায়, পাপ-মনে,
এইরূপে, রূপবতি, নিত্য সুখ নাশে !

২৭

বটবৃক্ষ

দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি !
জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া সু-সুন্দরী,
তোমার দুহিতা, সাধু ! যবে বসুধারে

দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পূজি তাঁরে।
শত-পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে,
খেচর—অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি হৃষ্ট-মনে ;—
মৃদু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে !
দেব নহ ; কিন্তু গুণে দেবতার মত।

২৮

কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কারে
এ রহস্য কথা, বিশ্বে, আমি মন্দমতি ?
পার যদি, তুমি দাসে কহ, বসুমতি ;—
দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা চিনিবারে
তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি,—
ভ্রম অসম্ভ্রমে শূন্যে ! কহ, হে আমারে,
কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,
যাঁর আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সঞ্চারে
তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জ্বলে ?—
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে
কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে,
নিশানাথ। নদকুল, কহ, কলকলে,
কিম্বা তুমি, অম্বুপতি, গম্ভীর স্বননে।

২৯

সূর্য্য

এখনও আছে লোক দেশ দেশান্তরে
দেব ভাবি পূজে তোমা, রবি দিনমণি,
দেখি তোমা দিবামুখে উদয়-শিখরে,
লুটায়ে ধরণীতলে, করে স্তুতি-ধ্বনি ;—
আশ্চর্য্যের কথা, সূর্য্য, এ না মনে গণি।
অসীম মহিমা তব, যখন প্রখরে
শোভ তুমি, বিভাবসু, মধ্যাহ্নে অম্বরে
সমুজ্জ্বল করজালে আবরি মেদিনী !
অসীম মহিমা তব, অসীম শকতি,
হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চন্দ্র-গ্রহ-দলে ;
উর্ব্বরা তোমার বীর্য্যে সতী বসুমতী ;
বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে ;—
কিন্তু কি মহিমা তাঁর, কহ, দিনপতি,
কোটি রবি শোভে নিত্য যাঁর পদতলে !

৩০

সীতাদেবী

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি ! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে,
চারি দিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে ! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হতে অশ্রু-ধারা ঘনে !

কোথা দাশরথি শূর—কোথা মহারথী
দেবর লক্ষ্মণ, দেবি, চিরজয়ী রণে ?
কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস ? জানে না মূঢ়, কি ঘটিবে পরে !
রাহু-গ্রাহ-রূপ ধরি বিপত্তি আঁধারে
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বন করে !
মজিবে এ রক্ষোবংশ, খ্যাত ত্রিসংসারে,
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে !

৩১

মহাভারত

কল্পনা-বাহনে সুখে করি আরোহণ,
উতরিনু, যথা বসি বদরীর তলে,
করে বীণা, গাইছেন গীত কুতূহলে
সত্যবতী-সুত কবি,—ঋষিকুল-ধন !
শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি ; উন্মীলি নয়ন
দেখিনু কৌরবেশ্বরে, মত্ত বাহুবলে ;
দেখিনু পবন-পুত্রে, ঝড় যথা চলে
হুঙ্কারে ! আইলা কর্ণ—সূর্য্যের নন্দন-
তেজস্বী । উজ্জ্বলি যথা ছোটে অনম্বরে
নক্ষত্র, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ মহামতি,
আলো করি দশ দিশ, ধরি বাম করে
গাণ্ডীব—প্রচণ্ড-দণ্ড-দাতা রিপু প্রতি ।
তরাসে আকুল হৈনু এ কাল সমরে,
দ্বাপরে গোগৃহ-রণে উত্তর যেমতি ।

৩২

নন্দন-কানন

লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে,
যথা ফোটে পারিজাত ; যথায় উর্ব্বশী,—
কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণ-শশী,—
নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে ;
যথা রম্ভা, তিলোত্তমা, অলকা রূপসী
মোহে মনঃ সুমধুর স্বর বরিষণে,—
মন্দাকিনী বাহিনীর স্বর্ণ তীরে বসি,
মিশায়ে সু-কণ্ঠ-রব বীচির বচনে !
যথায় শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে
সদা সদ্যঃ ; যথা অলি সতত গুঞ্জরে ;
বহে যথা সমীরণ বহি পরিমলে ;
বসি যথা শাখা-মুখে কোকিল কুহরে ;
লও দাসে ; আঁখি দিয়া দেখি তব বলে
ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে ।

৩৩

সরস্বতী

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে ;
তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে
পিপাসা-নাশের আশে ; এ দাস তেমতি,
জ্বলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,

ধরে রাঙা পা দুখানি, দেবি সরস্বতি !—
মার কোল-সম, মা গো, এ তিন ভুবনে
আছে কি আশ্রম আর ? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, কে সান্ত্বনে তারে ?
কে মোচে আঁখির জল অমনি আঁচলে ?
কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে,
মধুমাখা কথা কয়ে, স্নেহের কৌশলে ?—
এই ভাবি, কৃপাময়ি, ভাবি গো তোমারে !

৩৪

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে !
আর কি হে হবে দেখা ?—যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে !

৩৫

ঈশ্বরী পাটনী

"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।"

অন্নদামঙ্গল।

কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনি ?
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে,—
কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে,
উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্ব্বে স্থবদনী ?
রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি
এর সম ? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পূজি, পেলি এ রমণী ?
কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে
হইতেছে স্বর্ণময় ! এ নব যুবতী—
নহে রে সামান্যা নারী, এই লাগে মনে ;
বলে বেয়ে নদী-পারে যা রে শীঘ্রগতি।
মেগে নিস্, পার করে, বর-রূপ ধনে
দেখায়ে ভকতি, শোন্, এ মোর যুকতি !

৩৬

বসন্তে একটি পাখীর প্রতি

নহ তুমি পিক, পাখি, বিখ্যাত ভারতে,
মাধবের বার্ত্তাবহ ; যার কুহরণে
ফোটে কোটি ফুল-পুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জবনে !—
তবুও সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যে মতে

গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে !
মধুময় মধুকাল সর্ব্বত্র জগতে,—
কে কোথা মলিন কবে মধুর মিলনে,
বসুমতী সতী যবে রত প্রেমব্রতে ?—
দুরন্ত কৃতান্ত-সম হেমন্ত এ দেশে *
নির্দ্দয় ; ধরার কষ্টে দুষ্ট তুষ্ট অতি !
না দেয় শোভিতে কভু ফুলরত্নে কেশে,
পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমতি !—
ডাক তুমি ঋতুরাজে, মনোহর বেশে
সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীঘ্রগতি !

* ফরাসীস্ দেশে।

৩৭

প্রাণ

কি সুরাজ্যে, প্রাণ, তব রাজ-সিংহাসন !
বাহু-রূপে দুই রথী, দুর্জ্জয় সমরে,
বিবিধ বিধানে পুরী তব রক্ষা করে ;—
পঞ্চ অনুচর তোমা সেবে অনুক্ষণ।
সুহাসে ঘ্রাণেরে গন্ধ দেয় ফুলবন ;
যতনে শ্রবণ আনে সুমধুর স্বরে ;
সুন্দর যা কিছু আছে, দেখায় দর্শন
ভূতলে, সুনীল নভে, সর্ব্ব চরাচরে !
স্পর্শ, স্বাদ, সদা ভোগ যোগায়, সুমতি !
পদরূপে দুই বাজী তব রাজ-দ্বারে ;

জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব—ভবে বৃহস্পতি ;—
সরস্বতী অবতার রসনা সংসারে !
স্বর্ণস্রোতোরূপে লহু, অবিরল-গতি,
বহি অঙ্গে, রঙ্গে ধনী করে হে তোমারে

৩৮

কল্পনা

লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্দেবীর প্রিয়সখি, এই ভিক্ষা করি ;
হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি !
চল যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে,
সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে ; সঘনে
পূরি বেণুরবে দেশ ! কিম্বা, শুভঙ্করি,
চল লো, আতঙ্কে যথা লঙ্কায় অকালে
পূজেন উমায় রাম, রঘুরাজ-পতি :
কিম্বা সে ভীষণ ক্ষেত্রে, যথা শরজালে
নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি।—
কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে,
নাহি স্থল যথা, দেবি, নহে তব গতি !

৩৯

রাশি-চক্র

রাজপথে শোভে যথা, রম্য-উপবনে,
বিরাম-আলয়বৃন্দ ; গড়িলা তেমতি
দ্বাদশ মন্দির বিধি, বিবিধ রতনে,
তব নিত্য পথে শূন্যে, রবি, দিনপতি !
মাস কাল প্রতি গৃহে তোমার বসতি,
গ্রহেন্দ্র ; প্রবেশ তব কখন সুক্ষণে,—
কখন বা প্রতিকূল জীব-কুল প্রতি !
আসে এ বিরামালয়ে সেবিতে চরণে
গ্রহব্রজ ; প্রজাব্রজ, রাজাসন-তলে
পূজে রাজপদ যথা ; তুমি, তেজাকর,
হৈমময় তেজঃ-পুঞ্জ প্রসাদের ছলে,
প্রদান প্রসন্ন ভাবে সবার উপর ।
কাহার মিলনে তুমি হাস কুতূহলে,
কাহার মিলনে বাম,—শুনি পরস্পর ।

৪০

সুভদ্রা-হরণ

তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে
নব তানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রা সুন্দরি ;
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে !
ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী ?

ঘৃতাহুতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে,
ম্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি,
বৈশ্বানর! দুরদৃষ্ট মোর, চন্দ্রাননে,
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবান্‌তর কবি, পূজি দ্বৈপায়নে,
ঋষি-কুল-রত্ন দ্বিজ, গাবে লো ভারতে
তোমার হরণ-গীত ; তুমি বিজ্ঞ জনে,
লভিবে সুযশঃ, সাঙ্গি এ সঙ্গীত-ব্রতে!

৪১

মধুকর

শুনি গুন গুন ধ্বনি তোর এ কাননে,
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে!—
ফুল-কুল-বধূ-দলে সাধিস্‌ যতনে
অনুক্ষণ, মাগি ভিক্ষা অতি মৃদু নাদে,
তুমকী বাজায়ে যথা রাজার তোরণে
ভিখারী, কি হেতু তুই? ক মোরে, কি সাদে
মোমের ভাণ্ডারে মধু রাখিস্‌ গোপনে,
ইন্দ্র যথা চন্দ্রলোকে, দানব-বিবাদে,
সুধামৃত? এ আয়াসে কি সুফল ফলে?
কৃপণের ভাগ্য তোর! কৃপণ যেমতি
অনাহারে, অনিদ্রায়, সঞ্চয়ে বিকলে
বৃথা অর্থ; বিধি-বশে তোর সে দুর্গতি!
গৃহ-চ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে,
পর জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি!

৪২

নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্ম্মিল কবে ?
কোন্ জন ? কোন্ কালে ? জিজ্ঞাসিব কারে ?
কহ মোরে, কহ, তুমি কল কল রবে,
ভুলে যদি, কল্লোলিনি, না থাক লো তারে !
এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসগিল যবে
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে,
থাকিবে এ কীৰ্ত্তি তার চিরদিন ভবে,
দীপরূপে আলো করি বিস্মৃতি-আঁধারে ?
বৃথা ভাব, প্রবাহিণি, দেখ ভাবি মনে।
কি আছে লো চিরস্থায়ী এ ভবমণ্ডলে ?
গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে
পাথর ; হুতাশে তার কি ধাতু না গলে ?—
কোথা সে ? কোথা বা নাম ? ধন ? লো ললনে ?
হায়, গত, যথা বিম্ব তব চল জলে !

৪৩

ভরসেল্‌স নগরে রাজপুরী ও উদ্যান

কত যে কি খেলা তুই খেলিস্ ভুবনে,
রে কাল, ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে ?
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে
বৈজয়ন্ত-সম ধাম এ মর্ত্ত্য-নন্দনে
শোভিল ? হরিল কে সে নরাপ্সরা-দলে,
নিত্য যারা, নৃত্যগীতে এ সুখ-সদনে,

মজাইত রাজ-মনঃ, কাম-কুতূহলে ?
কোথা বা সে কবি, যারা বীণার স্বননে,
(কথারূপ ফুলপুঞ্জ ধরি পুট করে)
পূজিত সে রাজপদ ? কোথা রথী যত,
গাণ্ডীবী-সদৃশ যারা প্রচণ্ড সমরে ?
কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি ? তোর হাতে হত।
রে দুরন্ত, নিরন্তর যেমত সাগরে
চলে জল, জীব-কুলে চালাস্ সে মত।

৪৪

কিরাত-আর্জুনীয়ম্

ধর ধনুঃ সাবধানে পার্থ মহামতি।
সামান্য মেনো না মনে, ধাইছে যে জন
ক্রোধভরে তব পানে ! ওই পশুপতি,
কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন !
হুঙ্কারি আসিছে ছদ্মী মৃগরাজ-গতি,
হুঙ্কারি, হে মহাবাহু, দেহ তুমি রণ।
বীর-বীর্য্যে আশা-লতা কর ফলবতী—
বীরবীর্য্যে আশুতোষে তোষ, বীর-ধন !
করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে ;
কিন্তু, হে কৌন্তেয়, কহি, যাচিছ যে শর,
বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্র-ধনে
নারিবে লভিতে কভু,—দুর্ল্লভ এ বর !—
কি লাজ, অর্জ্জুন, কহ, হারিলে এ রণে ?
মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রথি, নর !

৪৫

পরলোক

আলোক-সাগর-রূপ রবির কিরণে,
ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী ;—
ফুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী,
কুসুম-কুলের কলি কুসুম-যৌবনে ;—
বহি যথা সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী,
লভে নিরবাণ সুখে সিন্ধুর চরণে ;—
এই রূপে ইহ লোক—শাস্ত্রে এ কাহিনী—
নিরন্তর সুখরূপ পরম রতনে
পায় পরে পর-লোকে, ধরমের বলে।
হে ধর্ম্ম, কি লোভে তবে তোমারে বিস্মরি,
চলে পাপ-পথে নর, ভুলি পাপ-ছলে ?
সংসার-সাগর-মাঝে তব স্বর্ণতরি
তেয়াগি, কি লোভে ডুবে বাতময় জলে ?
দু দিন বাঁচিতে চাহে, চির দিন মরি ?

৪৬

বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
দূরে থাকি পার্থ রথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু! আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে ?
এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে।

তা হলে, পূজিব আজি, মজি কুতূহলে,
মানি যাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে !
নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে,—
বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে .
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে ;
কেড়ে লব রাজ-পদ তব আশীর্ব্বাদে ।—
কত যে কি বিদ্যা-লাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখিবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে ।

৪৭

শ্মশান

বড় ভাল বাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে,–
তত্ত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে ।
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড়-মালা গলে,
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে !
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা—এ সদনে—
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে,
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে ।
কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী,
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি ।
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি ।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
পত্র-পুঞ্জে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি
উড়ায়ে, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমতি ।

৪৮

করুণ-রস

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে, মলিন-মুখী, শরদের শশী
রাহুর তরাসে যেন! সে বিরলে বসি,
মৃদে কাঁদে সুবদনা; ঝরঝরে ঝরি,
গলে অশ্রু-বিন্দু, যেন মুক্তা-ফল খসি!
সে নদের স্রোতঃ অশ্রু পরশন করি,
ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি,
গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি।
না পারি বুঝিতে মায়া, চাহিনু চঞ্চলে
চৌদিকে; বিজন দেশ; হৈল দেব-বাণী;—
"কবিতা-রসের স্রোতঃ এ নদের ছলে;
করুণা বামার নাম—রস-কুলে রাণী;
সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে!"

৪৯

সীতা—বনবাসে

ফিরাইলা বনপথে অতি ক্ষুণ্ণ মনে
সুরথী লক্ষ্মণ রথ, তিতি চক্ষুঃ-জলে;—
উজলিল বন-রাজী কনক কিরণে
স্যন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে।
নদী-পারে একাকিনী সে বিজন বনে
দাঁড়ায়ে, কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে;-

"ত্যজিলা কি, রঘু-রাজ, আজি এই ছলে
চির জন্মে জানকীরে ? হে নাথ ! কেমনে
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে ?
কে, কহ, বারিদ-রূপে, স্নেহ-বারি দানে,
(দাবানল-রূপে যবে দুখানল দহে)
জুড়াবে, হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে ?"
নীরবিলা ধীরে সাধ্বী ; ধীরে যথা রহে
বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য মূর্ত্তি, নির্ম্মিত পাষাণে !

৫০

কত ক্ষণে কাঁদি পুনঃ কহিলা সুন্দরী ;—
"নিদ্রায় কি দেখি, সত্য ভাবি কুস্বপনে ?
হায়, অভাগিনী সীতা ! ওই যে সে তরি,
যাহে বহি বৈদেহীরে আনিলা এ বনে
দেবর ! নদীর স্রোতে একাকিনী, মরি !—
কাঁপি ভয়ে ভাসে ডিঙ্গা কাণ্ডারী-বিহনে !
অচিরে তরঙ্গ-চয়, নিষ্ঠুরে লো ধরি,
গ্রাসিবে, নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে, পীড়নে
ভাঙ্গি বিনাশিবে ওরে ! হে রাঘব-পতি,
এ দশা দাসীর আজি এ সংসার-জলে !
ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার গতি !"—
মূর্চ্ছায় পড়িলা সতী সহসা ভূতলে,
পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি কাননে যেমতি
পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলয়ের বলে।

৫১

বিজয়া-দশমী

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে !
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে !—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে !
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি ! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে ?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে !
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি !"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

৫২

কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা

শোভ নভে, নিশাপতি, এবে হে বিমলে
হেমাঙ্গি রোহিণি, তুমি, অঙ্গ-ভঙ্গি করি,
হুলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সঙ্গী-দলে !—
জান না কি কোন্ ব্রতে, লো সুর-সুন্দরি,
রত ও নিশায় বঙ্গ ? পূজে কুতূহলে
রমায় শ্যামাঙ্গী এবে, নিদ্রা পরিহরি ;

বাজে শাঁখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে !
ধন্য তিথি ও পূর্ণিমা, ধন্য বিভাবরী !
হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে,—
থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ ; সুরত্নে জ্যোৎস্না ; সুতারা আকাশে
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে !

৫৩

বীর-রস

ভৈরব-আকৃতি শূরে দেখিনু নয়নে
গিরি-শিরে ; বায়ু-রথে, পূর্ণ ইরম্মদে,
প্রলয়ের মেঘ যেন ! ভীম শরাসনে
ধরি বাম করে বীর, মত্ত বীর-মদে,
টঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ, হুঙ্কারি ভীষণে !
ব্যোমকেশ-সম কায় ; ধরাতল পদে,
রতন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে,
বিজলী-ঝলসা-রূপে উজলি জলদে।
চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে,
ঢালখান ; উরু-দেশে অসি তীক্ষ্ণ অতি,
চৌদিকে, বিবিধ অস্ত্র। সুধিনু তরাসে,—
"কে এ মহাজন, কহ, গিরি মহামতি ?"
আইল শবদ বহি স্তবধ আকাশে—
"বীর-রস এ বীরেন্দ্র, রস-কুল-পতি !"

৫৪

গদা-যুদ্ধ

দুই মত্ত হস্তী যথা উর্দ্ধশুণ্ড করি,
রকত-বরণ আঁখি, গরজে সঘনে,—
ঘুরায়ে ভীষণ গদা শূন্যে, কাল রণে,
গরজিলা দুর্য্যোধন, গরজিলা অরি
ভীমসেন। ধূলা-রাশি, চরণ-তাড়নে
উড়িল ; অধীরে ধরা থর থর থরি
কাঁপিলা ;—টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে ;
উথলিল দ্বৈপায়নে জলের লহরী,
ঝড়ে যেন ! যথা মেঘ, বজ্রানলে ভরা,
বজ্রানলে ভরা মেঘে আঘাতিলে বলে,
উজলি চৌদিক তেজে, বাহিরায় ত্বরা
বিজলী ; গদায় গদা লাগি রণ-স্থলে,
উগরিল অগ্নি-কণা দরশন-হরা !
আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে ॥

৫৫

গোগৃহ-রণে

হুহুঙ্কারি টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দ্ধারী
ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমতি !
চৌদিকে ঘেরিল বীরে রথ সারি সারি,
স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি !—
শর-জালে শূর-ব্রজে সহজে সংহারি
শূরেন্দ্র, শোভিলা পুনঃ যথা দিনপতি,

প্রখর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি,
শোভেন অম্লানে নভে। উত্তরের প্রতি
কহিলা আনন্দে বলী ;—"চালাও স্যন্দনে,
বিরাট-নন্দন, দ্রুতে, যথা সৈন্য-দলে
লুকাইছে দুর্য্যোধন হেরি মোরে রণে,
তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে
বজ্রাগ্নির কাল তেজে ভয় পেয়ে মনে।—
দণ্ডিব প্রচণ্ডে দুষ্টে গাণ্ডীবের বলে।"

৫৬

কুরুক্ষেত্রে

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে
সিংহ-বৎসে। সপ্ত রথী বেড়িলা তেমতি
কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে পুড়ি, অনিবার-গতি!
সে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি
রোষে, ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে,
গরজিলা মহাবাহু চারি দিকে ফিরে
রোষে, ভয়ে। ধরি ঘন ধূমের মূরতি,
উড়িল চৌদিকে ধূলা, পদ-আস্ফালনে
অশ্বের। নিশ্বাস ছাড়ি আর্জ্জুনি বিষাদে,
ছাড়িলা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে!
আঁধারি চৌদিক যথা রাহু গ্রাসে চাঁদে
গ্রাসিলা বীরেশে যম। অস্তের শয়নে
নিদ্রা গেলা অভিমন্যু অন্যায় বিবাদে।

৫৭

শৃঙ্গার-রস

শুনিনু নিদ্রায় আমি, নিকুঞ্জ-কাননে,
মনোহর বীণা-ধ্বনি ;—দেখিনু সে স্থলে
রূপস পুরুষ এক কুসুম-আসনে,
ফুলের চৌপর শিরে, ফুল-মালা গলে।
হাত ধরাধরি করি নাচে কুতূহলে
চৌদিকে রমণী-চয়, কামাগ্নি-নয়নে,—
উজলি কানন-রাজি বরাঙ্গ-ভূষণে,
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাস-রঙ্গ-ছলে!
সে কামাগ্নি-কণা লয়ে, সে যুবক, হাসি,
জ্বালাইছে হিয়াবৃন্দে ; ফুল-ধনুঃ ধরি,
হানিতেছে চারি দিকে বাণ রাশি রাশি,
কি দেব, কি নর, উভে জর জর করি!
"কামদেব অবতার রস-কুলে আসি,
শৃঙ্গার রসের নাম।" জাগিনু শিহরি।

৫৮

* * * *

নহি আমি, চারু-নেত্রা, সৌমিত্রি কেশরী ;
তবে কেন পরাভূত না হব সমরে?
চন্দ্র-চূড়-রথী তুমি, বড় ভয়ঙ্করী,
মেঘনাদ-সম শিক্ষা মদনের বরে।
গিরির আড়ালে থেকে, বাঁধ, লো সুন্দরি,
নাগ-পাশে অরি তুমি ; দশ গোটা শরে

কাট গণ্ডদেশ তার, দণ্ড লো অধরে ;
মুহুর্মুহুঃ ভূকম্পনে অধীর লো করি !—
এ বড় অদ্ভুত রণ ! তব শঙ্খ-ধ্বনি
শুনিলে টুটে লো বল। শ্বাস-বায়ু-বাণে
ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে, রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিঁধ লো পরাণে।—
এতে দিগম্বরী-রূপ যদি, সুবদনি,
ত্রস্ত হয়ে ব্যস্তে কে লো পরাস্ত না মানে ?

৫৯

সুভদ্রা

যথা ধীরে স্বপ্ন-দেবী রঙ্গে সঙ্গে করি
মায়া-নারী—রত্নোত্তমা রূপের সাগরে,—
পশিলা নিশায় হাসি মন্দিরে সুন্দরী
সত্যভামা, সাথে ভদ্রা, ফুল-মালা করে।
বিমলিল দীপ-বিভা ; পূরিল সত্বরে
সৌরভে শয়নাগার, যেন ফুলেশ্বরী
সরোজিনী প্রফুল্লিলা আচম্বিতে সরে,
কিম্বা বনে বন-সখী সুনাগকেশরী !
সিহরি জাগিলা পার্থ, যেমতি স্বপনে
সম্ভোগ-কৌতুকে মাতি সুপ্ত জন জাগে ;-
কিন্তু কাঁদে প্রাণ তার সে কু-জাগরণে,
সাধে সে নিদ্রায় পুনঃ বৃথা অনুরাগে।
তুমি, পার্থ, ভাগ্য-বলে জাগিলা সুক্ষণে,
মরতে স্বরগ-ভোগ ভোগিতে সোহাগে।

৬০

উর্ব্বশী

যথা তুষারের হিয়া, ধবল-শিখরে,
কভু নাহি গলে রবি-বিভার চুম্বনে
কামানলে ; অবহেলি মন্মথের শরে
রথীন্দ্র, হেরিলা, জাগি, শয়ন-সদনে
(কনক-পুতলী যেন নিশার স্বপনে)
উর্ব্বশীরে। "কহ, দেবি, কহ এ কিঙ্করে,"—
সুধিলা সম্ভাষি শূর সুমধুর স্বরে,
"কি হেতু অকালে হেথা, মিনতি চরণে ?"
উন্মদা মদন-মদে, কহিলা উর্ব্বশী ;
"কামাতুরা আমি, নাথ, তোমার কিঙ্করী ;
সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে ; অধর দিয়া অধর পরশি,
যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থর থরি।"

৬১

রৌদ্র-রস

শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি গিরির গহ্বরে,
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে ;
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিছে গগনে ;
সচূড়ে পাহাড় কাঁপে থর থর থরে,
কাঁপে চারি দিকে বন যেন ভূকম্পনে ;
উথলে অদূরে সিন্ধু যেন ক্রোধ-ভরে,

যবে প্রভঞ্জন আসে নির্ঘোষ ঘোষণে।
জিজ্ঞাসিনু ভারতীরে জ্ঞানার্থে সত্বরে!
কহিলা মা ;—"রৌদ্র নামে রস, রৌদ্র অতি,
রাখি আমি, ওরে বাছা, বাঁধি এই স্থলে,
(কৃপা করি বিধি মোরে দিলা এ শকতি)
বাড়বাগ্নি মগ্ন যথা সাগরের জলে।
বড়ই কর্কশ-ভাষী, নিষ্ঠুর, দুর্ম্মতি,
সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে।"

৬২

দুঃশাসন

মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি, বজ্রাগ্নি যেমনে
পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে ;
হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র-গ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনে,
রৌদ্ররূপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে ;—
পদাঘাতে বসুমতী কাঁপিলা সঘনে ;
বাজিল উরুতে অসি গুরু অসি-কোষে।
যথা সিংহ সিংহনাদে ধরি মৃগে বনে
কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লহু-ধারা শোষে ;
বিদরি হৃদয় তার ভৈরব-আরবে,
পান করি রক্ত-স্রোতঃ গর্জ্জিলা পাবনি।
"মনাগ্নি নিবানু আমি আজি এ আহবে
বর্ব্বর!—পাঞ্চালী সতী, পাণ্ডব-রমণী,
তার কেশপাশ পশি, আকর্ষিলি যবে,
কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তখনি।"

৬৩

হিড়িম্বা

উজলি চৌদিক এবে রূপের কিরণে,
বীরেশ ভীমের পাশে কর যোড় করি
দাঁড়াইলা, প্রেম-ডোরে বাঁধা কায় মনে
হিড়িম্বা ; সুবর্ণ-কান্তি বিহঙ্গী সুন্দরী
কিরাতের ফাঁদে যেন ! ধাইল কাননে
গন্ধামোদে অন্ধ অলি, আনন্দে গুঞ্জরি,—
গাইল বাসন্তামোদে শাখার উপরি
মধুমাখা গীত পাখী সে নিকুঞ্জ-বনে।
সহসা নড়িল বন ঘোর মড়মড়ে,
মদ-মত্ত হস্তী কিম্বা গণ্ডার সরোষে
পশিলে বনেতে, বন যেই মতে নড়ে !
দীর্ঘ-তাল-তুল্য গদা ঘুরায়ে নির্ঘোষে,
ছিন্ন করি লতা-কুলে, ভাঙি বৃক্ষ রড়ে,
পশিল হিড়িম্ব রক্ষঃ—রৌদ্র ভগ্নী-দোষে।

৬৪

ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জ্বলে যথা খরে
ক্রোধাগ্নি তড়িত রূপে ; রকত নয়নে
ক্রোধাগ্নি ! মেঘের মুখে যেমতি নিঃসরে
ক্রোধ-নাদ বজ্রনাদে, সে ঘোর ঘোষণে
ভয়ার্ত্ত ভূধর ভূমে, খেচর অম্বরে,
ঘন হুহুঙ্কার-ধ্বনি বিকট বদনে ;—

"রক্ষঃ-কুল-কলঙ্কিনি, কোথা লো এ বনে
তুই ? দেখি, আজি তোরে কে বা রক্ষা করে !"
মূর্ত্তিমান্ রৌদ্র-রসে হেরি রসবতী,
সভয়ে কহিলা কাঁদি বীরেন্দ্রের পদে,—
"লৌহ-ক্রম ছিল ওই ; সফরীর গতি
দাসীর ! ছুটিছে তুষ্ট ফাটি বীর-মদে,
অবলা অধীনা জনে রক্ষ, মহামতি,
বাঁচাই পরাণ ডুবি তব কৃপা-হ্রদে ।"

৬৫

উদ্যানে পুষ্করিণী

বড় রম্য স্থলে বাস তোর, লো সরসি !
দগধা বসুধা যবে চৌদিকে প্রখরে
তপনের, পত্রময়ী শাখা ছত্র ধরে
শীতলিতে দেহ তোর ; মৃদু শ্বাসে পশি,
সুগন্ধ পাখার রূপে, বায়ু বায়ু করে ।
বাড়াতে বিরাম তোর আদরে, রূপসি,
শত শত পাতা মিলি মিষ্টে মরমরে ;
স্বর্ণ-কান্তি ফুল ফুটি, তোর তটে বসি,
যোগায় সৌরভ-ভোগ, কিঙ্করী যেমতি
পাট-মহিষীর খাটে, শয়ন-সদনে ।
নিশায় বাসের রঙ্গ তোর, রসবতি,
লয়ে চাঁদে,—কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে !
বৈতালিক-পদে তোর পিক-কুল-পতি ;
ভ্রমর গায়ক ; নাচে খঞ্জন, ললনে ।

৬৬

নূতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!
বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!

৬৭

কেউটিয়া সাপ

বিষাগার শিরঃ হেরি মণ্ডিত কমলে
তোর, যম-দূত, জন্মে বিস্ময় এ মনে!
কোথায় পাইলি তুই,—কোন্ পুণ্য-বলে—
সাজাতে কুচূড়া তোর, হেন সুভূষণে?
বড়ই অহিত-কারী তুই এ ভবনে।
জীব-বংশ-ধ্বংস-রূপে সংসার-মণ্ডলে

সৃষ্টি তোর। ছটফটি, কে না জানে, জ্বলে
শরীর, বিষাগ্নি যবে জ্বালাস্ দংশনে ?—
কিন্তু তোর অপেক্ষা রে, দেখাইতে পারি,
তীক্ষ্ণতর বিষধর অরি নর-কুলে!
তোর সম বাহ্য-রূপে অতি মনোহারী,—
তোর সম শিরঃ-শোভা রূপ-পদ্ম-ফুলে।
কে সে ? কবে কবি, শোন্! সে রে সেই নারী,
যৌবনের মদে যে রে ধর্ম্ম-পথ ভুলে!

৬৮

শ্যামা-পক্ষী

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জ-বিহারি
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস্ সুস্বরে ?
ক মোরে, পূর্ব্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
মনঃ তোর ? বুঝা রে, যা বুঝিতে না পারি!
সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে
অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি ?
রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীত-ধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি ?
কে ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে ?—
কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।
দুখের আঁধারে মজি গাইস্ বিরলে
তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু-বরিষণে!
কে জানে যাতনা কত তোর ভব-তলে ?—
মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে!

৬৯

দ্বেষ

শত ধিক্ সে মনেরে, কাতর যে মনঃ
পরের সুখেতে সদা এ ভব-ভবনে !
মোর মতে নর-কুলে কলঙ্ক সে জন
পোড়ে আঁখি যার যেন বিষ-বরিষণে,
বিকশে কুসুম যদি, গায় পিক-গণে
বাসন্ত আমোদে পূরি ভাগ্যের কানন
পরের ! কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে,
প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ
তুমি ? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি যোড় করে
মাগি রাঙা পায়ে, দেবি ; দ্বেষের অনলে
(সে মহা নরক ভবে !) সুখী দেখি পরে,
দাসের পরাণ যেন কভু নাহি জ্বলে,
যদিও না পাত তুমি তার ক্ষুদ্র ঘরে
রত্ন-সিংহাসন, মা গো, কুভাগ্যের বলে !

৭০

বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে,
নব বিধুমুখী বধূ যাইতে বাসরে
যেমতি ; তবু সে নদ, শোভে যার কূলে
সে কানন, যদপিও তার কলেবরে
নাহি অলঙ্কার, তবু সে দুখ সে ভুলে
পড়শীর সুখ দেখি ; তবুও সে ধরে

মূর্ত্তি তার হিয়া-রূপ দরপণে তুলে
আনন্দে! আনন্দ-গীত গায় মৃদু স্বরে!-
হে রমা, অজ্ঞান নদ, জ্ঞানবান্ করি,
সৃজেছেন দাসে বিধি; তবে কেন আমি
তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিস্মরি,
কু-ইন্দ্রিয়-বশে হব এ কুপথ-গামী?
এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা সুন্দরি,
দ্বেষ-রূপ ইন্দ্রিয়ের কর দাসে স্বামী।

৭১

যশঃ

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?
অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে?—
শূন্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে;
দেব-শূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে
দেবতা; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে।
সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে,
যশোরূপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্ত্যে বাস করে;—
কুযশে নরকে যেন, সুযশে—আকাশে!

৭২

ভাষা

"O matre pulchrā—
Filia pulchrior !"
HOR.

লো সুন্দরী জননীর
সুন্দরীতরা দুহিতা !—

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা !—শত ধিক্ তারে ! ভুলে সে কি করি
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী ?
রূপ-হীনা দুহিতা কি, মা যার অপ্সরী ?—
বীণার রসনা-মূলে জন্মে কি কুধ্বনি ?
কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
নলিনী ? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী।
দেব-যোনি মা তোমার ; কাল নাহি নাশে
রূপ তাঁর ; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি।
নব রস-সুধা কোথা বয়েসের হাসে ?
কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতি !
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নব-ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী।

৭৩

সাংসারিক জ্ঞান

"কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে ?
স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে
কোন জন ? দেবে অন্ন অর্দ্ধ মাত্র খায়ে,
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে ?
ছিঁড়ি তার-কুল, বীণা ছুড়ি ফেল দূরে !"—
কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি।
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি ?
উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি !

৭৪

পুরুরবা

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজাগরে,
চিরি শিরঃ তার, লভে অমূল রতনে ;
বিমুখি কেশীরে আজি, হে রাজা, সমরে,
লভিলা ভুবন-লোভ তুমি কাম-ধনে !
হে সুভগ, যাত্রা তব বড় শুভ ক্ষণে !—
ঐ যে দেখিছ এবে, গিরির উপরে,

আচ্ছন্ন, হে মহীপতি, মূর্চ্ছা-রূপ ঘনে
চাঁদেরে, কে ও, তা জান ? জিজ্ঞাস সত্বরে,
পরিচয় দেবে সখী, সমুখে যে বসি।
মানসে কমল, বলি, দেখেছ নয়নে ;
দেখেছ পূর্ণিমা-রাত্রে শরদের শশী ;
বধিয়াছ দীর্ঘ-শৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে ;—
সে সকলে ধিক্ মান ? ওই হে উর্ব্বশী
সোণার পুতলি যেন, পড়ি অচেতনে।

৭৫

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে : দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য ? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে ?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি : নানা খেলা খেলিলা হরষে ;
যমুনা হয়েছ পার : তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা ? স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে ?

৭৬

শনি

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে
জ্যোতিষী ? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি !
ছয় চন্দ্র রত্নরূপে সুবর্ণ টোপরে
তোমার ; সুকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি
হৈম সারসন, যেন আলোক-সাগরে !
সুনীল গগন-পথে ধীরে তব গতি।
বাখানে নক্ষত্র-দল ও রাজ-মূরতি
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা বাজায়ে অম্বরে।
হে চল রশ্মির রাশি, সুধি কোন জনে,—
কোন জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে ?
জন-শূন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে,
হেন রাজা প্রজা-শূন্য,—প্রত্যয়ে না আসে !-
পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে,
তব দেশে, কীট-রূপে কুসুম কি নাশে ?

৭৭

সাগরে তরি

হেরিনু নিশায় তরি অপথ সাগরে,
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে,
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি, ধীরে ধীরে চলে,
রঙ্গে সুধবল পাখা বিস্তারি অম্বরে !
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে
দীপাবলী, মনোহরা নানা বর্ণ করে,—

শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, মিশ্রিত পিঙ্গলে।
চারি দিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুস্বরে
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী
বামারে, বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি।
ছাড়িতেছে পথ সবে আস্তে ব্যস্তে সরি,
নীচ জন হেরি যথা কুলের যুবতী।
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি,
শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি।

৭৮

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরপুরে সশরীরে, শূর-কুল-পতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্য-বলে
ফিরিলা কানন-বাসে ; তুমি হে তেমতি,
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত-মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশা-লতা তব ফলবতী!—
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে!
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিলা সে সতী,
তিতিবেন যিনি, বৎস, নয়নের জলে
(স্নেহাসার!) যবে রঙ্গে বায়ু-রূপ ধরি
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে
এ তোমার কীর্ত্তি-বার্ত্তা।—যাও দ্রুতে, তরি,
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে!
অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গ-লক্ষ্মী! যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে!—

৭৯

শিশুপাল

নর-পাল-কুলে তব জনম সুক্ষণে
শিশুপাল! কহি শুন, রিপুরূপ ধরি,
ওই যে গরুড়-ধ্বজে গরজেন ঘনে
বীরেশ, এ ভব-দহে মুকতির তরি!
টঙ্কারি কার্ম্মুক, পশ হুহুঙ্কারে রণে;
এ ছার সংসার-মায়া অন্তিমে পাসরি;
নিন্দাছলে বন্দ, ভক্ত, রাজীব-চরণে।
জানি, ইষ্টদেব তব, নহেন হে অরি
বাসুদেব; জানি আমি বাগ্দেবীর বরে।
লৌহদন্ত হল, শুন, বৈষ্ণব সুমতি,
ছিঁড়ি ক্ষেত্র-দেহ যথা ফলবান্ করে
সে ক্ষেত্রে: তোমায় ক্ষণ যাতনি তেমতি
আজি, তীক্ষ্ণ শর-জালে বধি এ সমরে,
পাঠাবেন সুবৈকুণ্ঠে সে বৈকুণ্ঠ-পতি।

৮০

তারা

নিত্য তোমা হেরি প্রাতে ওই গিরি-শিরে
কি হেতু, কহ তা মোরে, সুচারু-হাসিনি?
নিত্য অবগাহি দেহ শিশিবের নীরে,
দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী।
বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী
গিরি-তলে; সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে

ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি,
কুসুম-শয়ন থুয়ে সুবর্ণ মন্দিরে ?—
কিম্বা, দেহ কারাগার তেয়াগি ভূতলে,
স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে,
ভাল বাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে
হৃদয় আঁধার তার খেদাইতে দূরে ?
সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভস্থলে,
জুড়াও এ আঁখি দুটি নিত্য নিত্য উরে ॥

৮১

অর্থ

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে
না শোভেন মা কমলা সুবর্ণ কিরণে ;—
কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে !
কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয় ? বাঁধা রমা চির কার ঘরে ?
তার ধন অধিকারী হেন জন নহে,
যে জন নির্ব্বংশ হলে বিস্মৃতি-আঁধারে
ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শূন্য দহে ।
তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে ।—
রসনা-যন্ত্রের তার যত দিন বহে
ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে ॥

৮২

কবিগুরু দান্তে

নিশান্তে সুবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমির-পুঞ্জে ; হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে
অজ্ঞান ! জনম তব পরম সুক্ষণে ।
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে । তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী ।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে ।
যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র ? কোন্ কীট কাটে এ কোরকে ?

৮৩

পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডষ্টুকর

মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
লভিলা অমৃত-রস, তুমি শুভ ক্ষণে
যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃতবিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মথনে।
পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে ।
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,

সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে ?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে ;
বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত-ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে !
সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি !—
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে ?

৮৪

কবিবর আল্‌ফ্রেড টেনিসন্

কে বলে বসন্ত অন্ত, তব কাব্য-বনে,
শ্বেতদ্বীপ ? ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে ! গায় পঞ্চ স্বরে
পিকেশ্বর, তুষি মনঃ সুধা-বরিষণে !
নীরব ও বীণা কবে, কোথা ত্রিভুবনে
বাগ্দেবী ? অবাক্ কবে কল্লোল সাগরে ?
তারারূপ হেম তার, সুনীল গগনে,
অনন্ত মধুর ধ্বনি নিরন্তর করে।
পূজক-বিহীন কভু হইতে কি পারে
সুন্দর মন্দির তব ? পশ, কবিপতি,
(এ পরম পদ পুণ্য দিয়াছে তোমারে)
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজ করিয়া ভকতি।
যশঃ-ফুল-মালা তুমি পাবে পুরস্কারে।
ছুঁইতে শমন তোমা না পাবে শকতি।

৮৫

কবিবর ভিকৃতর হ্যুগো

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মূলে
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরষে !
পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযশে,
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল বকুলে
বসন্তে ! অমৃত পান করি তব ফুলে
অলি-রূপ মনঃ মোর মত্ত গো সে রসে !
হে ভিক্তর, জয়ী তুমি এই মর-কুলে !
আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে।
অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে ;
(ভবিষ্যদ্বক্তা কবি সতত এ ভবে,
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে)
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গল্যে মাটি হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে !

৮৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু !—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,

সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

৮৭

সংস্কৃত

কাণ্ডারী-বিহীন তরি যথা সিন্ধু-জলে
সহি বহু দিন ঝড়, তরঙ্গ-পীড়নে,
লভে কূল কালে, মন্দ পবন-চালনে;
সে সুদশা আজি তব সুভাগ্যের বলে,
সংস্কৃত, দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে,
সাগর-কল্লোল-ধ্বনি, নদের বদনে,
বজ্রনাদ, কম্পবান্ বীণা-তার-গণে!—
রাজাশ্রম আজি তব! উদয়-অচলে,
কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি,
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে,
নব আদিত্যের রূপে! পূর্ব্ব-রূপ ধরি,
ফোট পুনঃ পূর্ব্বরূপে, পুনঃ পূর্ব্ব-রসে!
এত দিনে প্রভাতিল দুখ-বিভাবরী;
ফোট মনানন্দে হাসি মনের সরসে।

৮৮

রামায়ণ

সাধিনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে।—
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ-রূপ ধরি,
বসিলা শিয়রে মোর ; হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে,
যাহে আজু আঁখি হতে অশ্রু-বিন্দু গলে !
কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে !
দিব্য চক্ষুঃ দিলা গুরু ; দেখিনু সুক্ষণে
শিলা জলে ; কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে,
চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে,
কাঁপায়ে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে।
বিনাশিলা রামানুজ মেঘনাদে রণে ;
বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে।

৮৯

হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু

যথা শমী, বন-শোভা, পবনের বলে,
আঁধারি চৌদিক, পড়ে সহসা সে বনে ;
পড়িলা দ্রৌপদী সতী পর্ব্বতের তলে।—
নিবিল সে শিখা, যার সুবর্ণ-কিরণে
উজ্জ্বল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে !
অস্তে গেলা শশিকলা মলিনি গগনে !

মুদিলা, শুখায়ে, পদ্ম সরোবর-জলে !
নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে !—
মহাশোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি সুন্দরীরে
কাঁদিলা, পূরি সে গিরি রোদন-নিনাদে ;
দানবের হাতে হেরি অমরাবতীরে
শোকার্ত্ত দেবেন্দ্র যথা ঘোর পরমাদে।
তিতিল গিরির বক্ষঃ নয়নের নীরে ;
প্রতিধ্বনি-ছলে গিরি কাঁদিল বিষাদে।

ভারত-ভূমি

"Italia ! Italia ! O tu cui feo la sorte,
Dono infelice di bellezza !"

FILICAIA.

"কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি ! ইতালি !
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি !"

কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?—
হায় লো ভারত-ভূমি ! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা ? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি !

নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী ;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি ;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী
(হা ধিক্ !) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্ম্মতি !
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ ; সুধা তিত অতি ?

৯১

পৃথিবী

নির্ম্মি গোলাকারে তোমা আরোপিলা যবে
বিশ্ব-মাঝে স্রষ্টা, ধরা ! অতি হৃষ্ট মনে
চারি দিকে তারা-চয় সুমধুর রবে
(বাজায়ে সুবর্ণ বীণা) গাইল গগনে,
কুল-বালা-দল যবে বিবাহ-উৎসবে
হুলাহুলি দেয় মিলি বধূ-দরশনে।
আইলেন আদি প্রভা হেম-ঘনাসনে,
ভাসি ধীরে শূন্যরূপ সুনীল অর্ণবে,
দেখিতে তোমার মুখ। বসন্ত আপনি
আবরিলা শ্যাম বাসে বর কলেবরে ;
আঁচলে বসায়ে নব ফুলরূপ মণি,
নব ফুল-রূপ মণি কবরী উপরে।
দেবীর আদেশে তুমি, লো নব রমণি,
কটিতে মেখলা-রূপে পরিলা সাগরে

৯২

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?—
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?—
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতূরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে ? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ?
বামন দানব কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?—
রে কাল, পূরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শূন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃতকল্পে ? পুনঃ কি হরষে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?

৯৩

শকুন্তলা

মেনকা অপ্সরারূপী, ব্যাসের ভারতী
প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে,
শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি, মহামতি,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে,
কালিদাস ! ধন্য কবি, কবি-কুল-পতি !—
তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে

কে না ভাল বাসে তারে, দুষ্মন্ত যেমতি
প্রেমে অন্ধ ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে ?
নন্দনের পিক-ধ্বনি সুমধুর গলে ;
পারিজাত-কুসুমের পরিমল শ্বাসে ;
মানস-কমল-রুচি বদন-কমলে ;
অধরে অমৃত-সুধা ; সৌদামিনী হাসে ;
কিন্তু ও মৃগাক্ষি হতে যবে গলি, ঝলে
অশ্রুধারা, ধৈর্য্য ধরে কে মর্ত্ত্যে, আকাশে ?

৭৪

বাল্মীকি

স্বপনে ভ্রমিনু আমি গহন কাননে
একাকী। দেখিনু দূরে যুব এক জন,
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ—
দ্রোণ যেন ভয়-শূন্য কুরুক্ষেত্র-রণে।
"চাহিস্ বধিতে মোরে কিসের কারণে ?"
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর মধুর বচনে।
"বধি তোমা হরি আমি লব তব ধন,"
উত্তরিলা যুব জন ভীম গরজনে।—
পরিবরতিল স্বপ্ন। শুনিনু সত্বরে
সুধাময় গীত-ধ্বনি, আপনি ভারতী,
মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ, স্বর্ণ বীণা করে,
আরম্ভিলা গীত যেন—মনোহর অতি !
সে দুরন্ত যুব জন, সে বৃদ্ধের বরে,
হইল, ভারত, তব কবি-কুল-পতি !

৯৫

শ্রীমন্তের টোপর

—"শ্রীপতি—————
শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর ॥"
চণ্ডী।

হেরি যথা সফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে,
পড়ে মৎস্যরঙ্ক, ভেদি সুনীল গগনে,
(ইন্দ্র-ধনুঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে)
পড়িল মুকুট, উঠি, অকূল সাগরে,
উজলি চৌদিক শত রতনের করে
দ্রুতগতি ! মৃদু হাসি হেম ঘনাসনে
আকাশে, সম্ভাষি দেবী, সুমধুর স্বরে,
পদ্মারে, কহিলা, "দেখ, দেখ লো নয়নে,
অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে
লক্ষের টোপর, সখি ! রক্ষিব, স্বজনি,
খুল্লনার ধন আমি ।"—আশু মায়া-বলে
স্বর্ণ ক্ষেমঙ্করী-রূপ লইলা জননী ।
বজ্রনখে মৎস্যরঙ্কে যথা নভস্তলে
বিঁধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি ।

৯৬

কোন এক পুস্তকের ভুমিকা পড়িয়া

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে !
করি ভস্মরাশি, ফেল, কর্ম্মনাশা-জলে !—
সুভাবের উপযুক্ত বসন, যে বলে
নার বুনিবারে, ভাষা ! কুখ্যাতি-নরকে
যম-সম পারি তারে ডুবাতে পুলকে,
হাতী-সম গুঁড়া করি হাড় পদতলে !
কত যে ঐশ্বর্য্য তব এ ভব-মণ্ডলে,
সেই জানে, বাণীপদ ধরে যে মস্তকে !
কামার্ত্ত দানব যদি অপ্সরীরে সাধে,
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে ;
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেম-ডোরে বাঁধে
মনঃ তার, প্রেম-সুধা হরষে সে দানে ।
দূর করি নন্দঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে,
ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে ।

৯৭

মিত্রাক্ষর

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি ! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে !
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,

মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে ?—
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে ?
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে !
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে ?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে ?
প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে ?

৯৮

ব্রজ-বৃত্তান্ত

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী ?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রু-ধারা ; মুকুতার কম রূপ ধরি ?
বিন্দা,—চন্দ্রাননা দূতী—ক মোরে, রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি ?—
বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি-তলে
সাঙ্গিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা ?
কোথায় রাখাল-রাজ পীত ধড়া গলে ?
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা ?—
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা !

৯৯

ভূত কাল

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূত কালে,
—কোন্ মূল্য—এ মন্ত্রণা কারে লয়ে করি ?
কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মণি-জালে
এ দুর্ল্লভ দ্রব্য-লাভ ? কোন্ দেবে স্মরি,
কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম্ম ধরি ?
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে,
এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে বরি,
এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে ?—
পশে যে প্রবাহ বহি অকূল সাগরে,
ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্ব্বত-সদনে ?
যে বারির ধারা ধরা সতৃষ্ণায় ধরে,
উঠে কি সে পুনঃ কভু বারিদাতা ঘনে ?—
বর্ত্তমানে তোরে, কাল, যে জন আদরে
তার তুই ! গেলে তোরে পায় কোন্ জনে ?

১০০

* * *

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্ম্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মূরতি ,
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে,
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি
যত দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মণ্ডলে ?—

সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,
সেই রূপে থাক তুমি! দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে!
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে!
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে।

১০১

আশা

বাহ্য-জ্ঞান শূন্য করি, নিদ্রা মায়াবিনী
কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে!—
কিন্তু কি শকতি তোর এ মর-ভবনে
লো আশা!—নিদ্রার কেলি আইলে যামিনী,
ভাল মন্দ ভুলে লোক যখন শয়নে,
দুখ, সুখ, সত্য, মিথ্যা! তুই কুহকিনী,
তোর লীলা-খেলা দেখি দিবার মিলনে,—
জাগে যে স্বপন তারে দেখাস্ রঙ্গিণি!
কাঙ্গালী যে, ধন-ভোগ তার তোর বলে;
মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগরে,
(ভুলি ভূত, বর্ত্তমান ভুলি তোর ছলে)
কালে তীর-লাভ হবে, সেও মনে করে!
ভবিষ্যত-অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে;—
এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে?

১০২

সমাপ্তে

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি !)
ও প্রতিমা ! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি !
শুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ! ডুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদ-বলে
অল্প দিন ! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি ! ডাকিলা যৌবনে
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে ?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে !
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে !

পাঠভেদ

মধুসূদনের জীবিতকালে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ ১২৭৩ সালে, ইংরেজী ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, "শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত" করেন। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২২। "প্রকাশক-দিগের বিজ্ঞাপনে" লিখিত আছে—

> মাইকেল মধুসূদন ইংলণ্ডে দেড় বৎসর থাকিয়া [১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে] ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্স রাজ্যে গমন করেন এবং ভরসেল্‌স নামক তথাকার সুপ্রসিদ্ধ নগরে দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। তিনি এই সময়ে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলি' নাম দিয়া একশতটি কবিতা ছাপাইবার জন্য আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন।…
>
> আমরা গ্রন্থকারের হস্তাক্ষর দেখিয়াই উক্ত কবিতাগুলির মুদ্রাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি; পরন্তু কবিবরের অনুপস্থিতি নিবন্ধন প্রুফ সংশোধন করিতে, বোধ হয়, কোন কোন স্থানে ভুল রহিয়া গিয়া থাকিবে,…।
>
> …তিনি সুভদ্রার হরণ-বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়া সময়াভাবে শেষ করিতে পারেন নাই।…তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য আদ্যন্ত সংশোধিত করিবার এবং বিদ্যালয়োপযোগী আর এক খানি নীতিগর্ভ পুস্তক রচনা করিবারও মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু সময়াভাবে সে গুলিও শেষ করিতে পারেন নাই, সকলেরই কিয়দংশ মাত্র লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।…
>
> আমরা উপর্য্যুক্ত সুভদ্রাহরণ, তিলোত্তমা, ও হিতোপদেশের যে২ অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা 'অসমাপ্ত কাব্যাবলি' শিরোনাম দিয়া চতুর্দ্দশপদীর শেষভাগে সংযোজিত করিয়া দিলাম।…
>
> ১লা আগষ্ট ১৮৬৬। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।

"অসমাপ্ত কাব্যাবলি" (পৃ. ১০১-২২) দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এগুলি বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীর "বিবিধ" খণ্ডে মুদ্রিত হইবে।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৭৫ সালে, ইংরেজী ১৭ মার্চ ১৮৬৯। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০২। প্রকাশক ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং। কবি এই সময় ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ নিম্নে দেওয়া হইল—

কবিতা-সংখ্যা	পংক্তি	প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
২	৯	পায়ে	পেয়ে
৩	১০	গৃহে তব	মাতৃ-কোষে
৫	১৪	মণ্ডল	মণ্ডলে
৮	১৪	ভাবে মনে	ভাবি মনে
৯	৭	অর্পিলা	অরপিলা
	৯	বল্যে	বলে
১০	১	দহি	দগ্ধ
	৪	যথা ক্ষুণ্ণ মনে প্রিয়া শূন্যঘরে ছিল।	যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ছিল।
	১৪	মৃদে, কয়ো তারে, দূত, এ বিরহে মরি!	মৃদুনাদে, কয়ো তারে এ বিরহে মরি!
১২	৪	ঢাকিয়াছে ঘোমটায় সুচন্দ্র-বদনে?	পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে?
১৩	৩	গাই	গেয়ে
	৮	মানঃ-সরোবরে	মান-সরোবরে
১৪	৫	তুই	তুমি
	৬	তোর	তব
১৮	২	ভুভারতে	ভুভারত
২৪	৯	আশ্চর্য্য-রূপ	আচার্য্য-রূপে
৩৪	—	কবতক্ষ-নদ	কপোতাক্ষ-নদ
৪৮	—	করুণা-রস	করুণ-রস
	১১	দৈব-বাণী	দেব-বাণী
৫১	৬	পেয়েছি তোমায়	পেয়েছি উমায়
৬২	৮	কামড়ি	কামড়ে
৬৪	১১	লৌহ-নখ	লৌহ-ক্রম
৭৮	১২	অকূল সাগরে	অপথ সাগরে

পরিশিষ্ট

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

১। ভারত-সাগরে—মহাভারত-রূপ সমুদ্রে। পতি-গ্রামে—পতিগণে।

৩। বঙ্গভাষা—এই কবিতার আদি রূপ "ভূমিকা"য় দ্রষ্টব্য। সেইটিই বাংলার সনেট-আবিষ্কর্ত্তা মধুসূদনের প্রথম সনেট।

অবরণ্যে—অবরেণ্যে ব্যাকরণসম্মত পাঠ। শৈবল—শৈবাল, শেওলা।

৪। কমলে কামিনী—বিশেষ বিবরণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' দ্রষ্টব্য।

বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী—কালিদহে কমলে কামিনী যেমন অপূর্ব্ব, বঙ্গবাসীর হৃদয়-সরোবরে চণ্ডীকাব্যও তেমনই।

৫। অন্নপূর্ণার ঝাঁপি—বিশেষ বিবরণ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' দ্রষ্টব্য।

রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে—[দেবতারা] যেমন সমুদ্র-মন্থনলব্ধ সুধা চন্দ্রের মণ্ডলে যত্নে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন।

৬। ভাষা-পথ—ভাষা এখানে চলিত ভাষা, মাতৃভাষা।

৭। নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে—দ্বিতীয় সংস্করণে এই পাঠ আছে, প্রথম সংস্করণে "কুসুম-যৌবনে" আছে। "নয়নরঞ্জন রূপ কুসুম-যৌবনে" হওয়া সঙ্গত।

৮। সৌদামিনী ঘনে—ঘনে = মেঘে ; মেঘে সৌদামিনী।

নাহি ভাবি মনে—"ভাবি" মুদ্রাকর-প্রমাদ, প্রথম সংস্করণে "ভাবে" আছে। "ভাবে" হইলেই অর্থ হয়।

৯। বলে—"বলিয়া"র অপভ্রংশ। প্রথম সংস্করণে "বল্যে" ছিল।

১২। ভামের—কোপের।

১৩। কলে—কলস্বনে, শব্দে।

১৪। বিম্বিকা—তেলাকুচা।

১৫। উর্দ্ধগামী জনে—উর্দ্ধগামী জনের পক্ষে।

বিকলে—বিকল হইয়া ; এ-কার যোগে এইরূপ ক্রিয়া-বিশেষণের প্রয়োগ মধুসূদন বহু স্থানে করিয়াছেন ; যথা, মৃদে (২১, ২৬), চঞ্চলে (৪৮), দ্রুতে (৫৫), প্রচণ্ডে (৫৫), প্রগাঢ়ে (৬২)।

ওথা—ওখানে।

১৭। মীলি—উন্মীলিত করিয়া, মেলিয়া। বায়ু-ইন্দ্র—বায়ুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১৮। ভূভারত—ভারতবর্ষের লোক। সনাতনে—"সনাতনি" ব্যাকরণসম্মত পাঠ।

১৯। কি কাক, কি পিকধ্বনি—কি কাকধ্বনি, কি পিকধ্বনি। অবতার—অবতীর্ণ হও।

২০। বামে কমকায়া···বচনেশ্বরী—দক্ষিণে রমা এবং বামে বচনেশ্বরী হইবে; প্রতিমা-মুখী দর্শকের পক্ষে অবশ্য মধুসূদনের বর্ণনা সঙ্গত।

২১। মৃদে—মৃদু পদে। এ বাজী করি রে—এই সকল ভেলকি দেখাইয়া।

২২। কি ফণিনী—কি = কিংবা।

২৪। জোনাকীব্রজ—জোনাকীসমূহ। তারাদলে—তারকাসমূহের মধ্যস্থিত।

২৫। কহ দিয়া যারে—যার (পবনের) সাহায্যে বল।

২৭। তাঁরে—ছায়ারে।

২৮। অসম্ভ্রমে—নির্ভয়ে; সম্ভ্রম = শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়।

৩০। ঘনে—অবিরল ভাবে। গ্রাহ—গ্রহ।

৩১। বদরীর তলে—বদরিকাশ্রমে। অনম্বরে—অম্বরে, আকাশে (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৩২। যথায় শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে—দুই সংস্করণেই এইরূপ আছে। একটি অক্ষর অধিক হওয়াতে ছন্দপতন-দোষ ঘটিয়াছে। "যথায়" সম্ভবতঃ মুদ্রাকর-প্রমাদ, "যথা" হইবে।

৩৩। দড়ে রড়ে—দ্রুতগতি দৌড়াইয়া। আশ্রম—শান্তিপূর্ণ স্থান, আশ্রয়।
ভাসে শিশু যবে, কে সান্ত্বনে তারে?—দুই সংস্করণেই এই পাঠ আছে। সম্ভবতঃ "ভাসে শিশু যবে, কহ, কে সান্ত্বনে তারে?" এইরূপ হইবে।

৩৪। বিরলে—বিদেশে স্বজনহীন অবস্থায় কবি আপনাকে নিঃসঙ্গ কল্পনা করিয়াছেন।
সখা-রীতে—বন্ধুত্বের রীতি অনুযায়ী।

৩৫। ঈশ্বরী পাটনী—বিশেষ বিবরণ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' দ্রষ্টব্য।
কামিনী কমলে—কমলে কামিনী।
পদ-ছায়া-ছলে···জলে—পদছায়া জলে পড়িয়া ফুল্ল কনক-কমলের ভ্রম উৎপাদন করিতেছে।

৩৯। তেজাকর—তেজ + আকর (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৪০। সুভদ্রা-হরণ—সুভদ্রা-হরণ কাব্য রচনা করিবার বাসনা মধুসূদনের ছিল, লেখা আরম্ভ করিয়াছিলেন, শেষ হয় নাই।
ভাগ্যবান্‌তর—(মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৪১। তুমকী—তুম্বকী, একতারা। ক—কহ। সাদে—সাধে।

৪২। হুতাশে—অগ্নিতে। চল জলে—ধাবমান জলে, স্রোতে।

৪৩। বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রের প্রাসাদ। কবি—কবিগণ। পুট করে—অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে।

৪৪। ছদ্মী—ছদ্মবেশী।

৪৫। বাতময়—ঝঞ্ঝাময়।

৪৬। বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে—মান্য বন্ধুর নাম না থাকিলেও ইহা যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশে লেখা, তাহা বুঝা যায়। তোমার প্রসাদে আজিও বাঁচিয়া আছি এবং কত বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তাহা তুমি স্নেহের আহ্লাদে দেখিবে, ইত্যাদি উক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিত চিঠির মধ্যেই আছে।

আজু—আজিও।

৪৭। ঠাট-ছলে—ঠাট্টার ছলে।

কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী—কি সুন্দর অট্টালিকাবাসী অথবা কি কুটীরবাসী।

এ নদ-পাড়ে—নদীপারস্থিত শ্মশানে।

৪৮। শরদের—শরতের। তরাসে—"গরাসে" সঙ্গত হইত।

৪৯। শোকের বিহ্বলে—শোকের বিহ্বলতায়। চির জন্যে—চিরকালের জন্য।

৫২। শ্যামাঙ্গী—শ্যামলা বঙ্গভূমি। বাসে—বাস করে। জ্যোৎস্না—জ্যোতি।

৫৩। চাঁদের পরিধি—পরিধি = বৃত্ত।

৫৪। দ্বৈপায়নে—দ্বৈপায়ন-হ্রদে। দরশন-হরা—দৃষ্টিবিভ্রমকারী।

৫৬। "সিংহ-বৎসে।" স্থলে "সিংহ-বৎসে," হইলে ভাল হইত।

অন্তের শয়নে—অন্তিম শয়নে।

৫৭। রূপস—রূপবান্‌। চৌপর—টোপর। উভে—উভয়কে।

৫৯। সুনাগকেশরী—সুদৃশ্য নাগকেশর-ফুল। সিহরি—শিহরি।

৬০। উন্মদা—উন্মত্তা।

৬২। চাপ—ধনু। আরবে—আরাবে, শব্দে। পাবনি—পবন-পুত্র ভীম।

৬৩। রৌদ্র—ক্রুদ্ধ।

৬৪। খরে—প্রখররূপে। তড়িত—তড়িৎ।

৬৬। ঢেউর গমনে—তরঙ্গ-প্রবাহে।

৬৮। মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে—অগ্নিজ্বালা সহিয়া ধূপ সুগন্ধে মোহিত করে।

৭০। যদপিও—যদ্যপি (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৭২। ভাষা—কবি এখানে মাতৃভাষা বাংলার বন্দনা করিতেছেন।

বয়েসের হাসে—বয়স্কার হাসিতে।

৭৩। সাংসারিক জ্ঞান—কবির বিচিত্র আত্মবিলাপ, দারিদ্র্যের তাড়নে তিনি যেন পরাভূত হইতেছেন।

বায়ে—বাহিয়া। খায়ে—খাইয়া। ছুড়ি—ছুঁড়ি।

৭৪। অজাগর—অজগর (মধুসূদনের প্রয়োগ)। অমূল—অমূল্য।

৭৫। অল্পায়ুঃ—ছন্দের জন্য "অল্প-আয়ুঃ" পড়িতে হইবে। জীবে—জীবনে, জীবিতকালে।

৭৬। ছয় চন্দ্র—ছয় উপগ্রহ, আধুনিক গণনায় আট উপগ্রহ। সারসন—কোমরবন্ধ।

ধীরে—শনির গতি মৃদু, এই কারণে শনৈশ্চর নাম। চল—চলনশীল।

৭৭। অপথ—পথরেখাহীন।

৭৮। নীলমণি-ময় পথ—সমুদ্রের নীল জলপথ।

৭৯। যাতনি—যাতনা দিয়া।

৮০। এ ছলে—এই ছদ্মবেশ ধরিয়া অর্থাৎ তারা-রূপে। উরে—উদিত হইয়া।

৮৫। গল্যে—গলিয়া।

৯১। কুল-বালা-দল যবে—যবে=যথা (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৯২। অমৃত-আসারে—অমৃতধারায়। শুক্লকে—শুক্লপক্ষে।

৯৪। পরিবরতিল—পরিবর্ত্তিত হইল।

৯৫। মৎস্যরঙ্ক—মাছরাঙা। লক্ষের টোপর—লক্ষ মুদ্রা মূল্যের টোপর।

৯৭। কুচ্ছ—কুৎসিত।

১০১। কেলি—খেলা।

১০২। পদ-বলে—পা-দুইটিকে বৈঠা করিয়া, আপন পায়ের জোরে। কেহ কেহ সরস্বতীর চরণ-কৃপায়—এই অর্থ করিয়াছেন; তাহা সঙ্গত মনে হয় না।

সংশোধন

কবিতা সংখ্যা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৬	অনাহারে	নিরাহারে
৩৭	৩	বিবিধ	বিধির
৫৪	১	উর্দ্ধশুণ্ড	উর্দ্ধ শুণ্ড
৯১	১৪	সাগরে	সাগরে।
১০০	২	স্ব-মুরতি,	স্ব-মুরতি;

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইবে

সমগ্র বাংলা গ্রন্থাবলীর অগ্রিম মূল্য :

রাজ-সংস্করণ —পনর টাকা

সাধারণ সংস্করণ—দশ টাকা

প্রত্যেক বই খুচরা বিক্রয় হইবে।